RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, ২৫ সংখ্যা: কোচবিহার, শুক্রবার, ২২ ডিসেম্বর - ৪ জানুয়ারি, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 27, Issue: 25, Cooch Behar, Friday, 22 December - 4 January, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

পুন্ডিবাড়িতে বিজেপি-তৃণমূল বচসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: বিজেপির 'রথযাত্রা'-কে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি। বুধবার ১৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় পুন্ডিবাড়ি থেকে বিজেপির 'রথযাত্রা' শুরু হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই ওই এলাকায় নিজেদের পার্টি অফিসে জমায়েত করে অবস্থান শুরু করে তৃণমূল। পুলিশও বিজেপিকে রথযাত্রার অনুমতি দেয়। এই অবস্থায় প্রতিবাদ মিছিল বের করে বিজেপি। ওই মিছিল তৃণমূল পার্টি অফিসের কাছে পৌঁছালে লাঠি নিয়ে দুই পক্ষ একে অপরের দিকে তেড়ে যায়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে বিজেপি সমর্থকেরা ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পুন্ডিবাড়ি থানাতে গিয়েও বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, "রাসমেলার সময় বাহিনী নেই জানিয়ে পুলিশ রথযাত্রার অনুমতি দেয়নি। আর তৃণমূল জমায়েত করে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করে। আসলে ভয় পেয়েই এমন করছে রাজ্যের শাসক দল। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কথা প্রচার হলে মানুষ সত্যি জেনে ফেলবে

সেখানেই ভয়।" তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "কোচবিহারে একমাত্র মদনমোহন দেবের রথযাত্রা হয়। আর কেউ রথে উঠতে পারবে না। তাহলে মদনমোহন দেবের অসম্মান হবে, এটা আমরা কিছুতেই হতে দেব না।"

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের প্রচারে দেশের বিভিন্ন জায়গায় রথযাত্রার পরিকল্পনা নিয়েছে। সে মতোই দেশের বিভিন্ন প্রান্তও 'রথ' পাঠায় দল। গত সোমবার কোচবিহারে বিজেপির রথ পৌঁছায়। দলের কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসের সামনে থেকে তা চালু করার কথা ছিল। কিন্তু ওইদিন বিজেপি পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয় তৃণমূল। অনুমতি নেই বলে পুলিশও রথটিকে নিউ কোচবিহারে আটকে দেয়। তৃণমূল সমর্থকরা নিউ কোচবিহারে রথে থাকা প্রধানমন্ত্রীর ছবিতে কালি ছিটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। পরে সেটিকে পুন্ডিবাড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিজেপির পক্ষ থেকে ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর কোচবিহার উত্তর বিধানসভায় রথ চালানোর জন্য পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়। সে মতোই এদিন ফের রথ চালানোর পরিকল্পনা করা হয়।

এদিন সকালে দুইপক্ষই পুন্ডিবাড়িতে জমায়েত শুরু করে। বিজেপি মিছিল নিয়ে তৃণমূল অফিসের কাছাকাছি পৌঁছালে হাতাহাতি শুরু হয়। পুলিশ থাকায় অবশ্য যা বেশিদূর গড়ায়নি।

দলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক করলেন উদয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: ঐক্যবদ্ধ ছবি তুলে ধরার সভা থেকে দলেরই একাংশ নেতা-কর্মীকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি উদয়ন গুহ। রবিবার দিনহাটার সংহতি ময়দানে সভা করে তৃণমূল। সেই সভায় উদয়ন ছাড়াও তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়, চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ, দুই বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়া, পরেশ অধিকারী, প্রবীণ নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ, হিতেন বর্মণ, বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ উপস্থিত ছিলেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরে এমন একটি ছবি তুলে ধরা শাসক দলের কোচবিহার জেলা নেতাদের টার্গেট ছিল। ওই সভা থেকে উদয়ন বলেন, "আগামী লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহারকে ডাকাত মুক্ত করা। গত লোকসভা নির্বাচনে আমরা হেরেছি। সে সময় তৃণমূলের কিছু কিছু নেতা বিজেপি প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। তারা যারা এবারও ভাবছেন বিজেপি প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভোট করব তাদের ফল খারাপ হবে।" দলের ঐক্যবদ্ধ ছবি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, "ছবি দিয়ে কোন প্রমাণ করতে হবে না আমরা ঐক্যবদ্ধ। যদি আপনারা দেখেন দিনহাটা সংহতি ময়দানে কি কোচবিহারের রাসমেলার মাঠে উদয়ন গুহ, অভিজিৎ দে ভৌমিক কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মারামারি করছে। আপনারা একবার তাকিয়ে দেখবেন আর বলবেন তোরা মারামারি কর আমরা তোদের সাথে নেই। আমরা তৃণমূলের সাথে আছি। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে।"

উদয়ন আরও বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসে উন্নয়ন করব, রাস্তা পাকা করে দেব, ড্রেন করব, কালভার্ট করব , বাতি জ্বালিয়ে দিব আর ভোটের বাক্স ঠনঠনে হবে। সেটা যাতে না

হয় তার জন্য আমি নিজে পদত্যাগ করে আপনাদের পায়ে কুড়ালের বাড়ি দেব। হয় ভোট তার সাথে উন্নয়ন। কিছু নিতে হলে এবার কিছু দিতে হবে। শুধু নিয়ে যাব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আর দেবার সময় কিছু দেব না এটা হতে পারে না।" মন্ত্রী বিজেপি নেতাকর্মীদের হুঁশিয়ারি সুরে বলেন, "ওরা যদি পাঁচটা লাঠি নিয়ে আসে তাহলে আমাদের ১৫ টা লাঠি নিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। একেবারে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই হবে।" সিপিএমের ইনসাফ যাত্রা নিয়েও কটাক্ষ করেন উদয়ন। তিনি বলেন, "যারা ৩৪ বছর গরিব মানুষকে কোন রকম ইনসাফ দেয়নি, তারা আজকে নাটক করছে ইনসাফ যাত্রার কথা বলে। আসলে ওরা মানুষকে এটাই বোঝাতে চাইছে তৃণমূল হটাও দরকার হলে বিজেপিকে নিয়ে আসো।" এদিনের সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "বিজেপিকে একটিও ভোট নয়। কোচবিহারে বিজেপির কোনও রথ চলবে না। এই জেলায় রথে চড়ার অধিকার একমাত্র মদনমোহন ঠাকুরের আছে।" পার্থপ্রতিম বলেন, "নারায়ণী রেজিমেন্টের কথা বলে গতবার ভোট নিয়েছে বিজেপি। কিন্তু সেই রেজিমেন্ট আর করা হয়নি। এবারে তার জবাব দিতে হবে।" বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "মানুষ সরে গিয়েছে বুঝে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের। তাই আবোলতাবোল বকছে।"

টুকরো খবর

সাহেবগঞ্জে উদয়নের খুলি বৈঠক

দিনহাটা: সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আনন্দ বাজারে তৃণমূল কর্মীদেরকে নিয়ে খুলি বৈঠক করলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। মূলত আগামী ১৭ই ডিসেম্বর দিনহাটা সংহতি ময়দানে তৃণমূলের জেলা কর্মীসভা রয়েছে। সেই কর্মীসভাকে সফল করতেই এই খুলি বৈঠক বলে জানান মন্ত্রী। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি ধরণী কান্ত বর্মন, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অভিজিৎ বর্মন ছাড়াও অন্যান্যরা।

প্রধানমন্ত্রীর ছবিতে কালি, পথ অবরোধ বিজেপির

কোচবিহার: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবিতে কালি ছোটানোর প্রতিবাদে কোচবিহার মরাপোড়া চৌপথিতে পথ অবরোধ বিজেপির। কোচবিহার জেলা বিজেপি কার্যালয়ে থেকে একটি মিছিল বের হয় মরাপোড়া চৌপথিতে পথ অবরোধ ও অবস্থান বিক্ষোভ করে দলীয় নেতা কর্মীরা।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

দিনহাটা: বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান বিজেপি নেতার। শুক্রবার দুপুরে দিনহাটা শহরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের বাসভবনে একটি যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই যোগদান কর্মসূচিতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন বড়শাকদল অঞ্চলের দাপুটে বিজেপি নেতা মনোজিত বর্মন। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করা বিজেপি নেতার হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ সহ বড়শাকদল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

কোচবিহার থেকে ৪০ আসনের বিমান চলাচলের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: এবারে কোচবিহার থেকে ৪০ আসনের বিমান চলাচলের আশ্বাস দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদী। ১০ ডিসেম্বর রবিবার আলিপুরদুয়ারে সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই দিন সভার পরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই কোচবিহারে পৌঁছান মুখ্যসচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদী। ল্যান্সডাউন হলে প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকের পরে মুখ্যসচিব বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই আমি কোচবিহারে এসেছি। কোচবিহার থেকে ৪০ আসনের বিমান চলাচল, মেখলিগঞ্জে শিল্পকেন্দ্র, চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর তৈরির মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সভায় দফতরের প্রশাসনিক কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। চ্যাংরাবান্ধায় ৩০ একর জমিতে স্থলবন্দর গড়ে তোলা হবে। সে জন্যে ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়াকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি বেড়েছে। সে জন্য সেখানে একটি অত্যাধুনিক ট্রাক টার্মিনাস গড়ে তোলা হবে।" সেই সঙ্গে তিনি কোচবিহারের বিমানবন্দর নিয়ে আশ্বাস দেন। কোচবিহার বিমানবন্দরের থেকে একটি সিঙ্গেল ইঞ্জিন বিমান চালানো শুরু হয়েছে। মুখ্যসচিব জানান, কোচবিহার বিমানবন্দরের রানওয়ে বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে। সে জন্য এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে যৌথ পরিদর্শন করেছে রাজ্য সরকার। ২৬ ও ৪০ আসনের বিমান নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের।

মেখলিগঞ্জে ৪০০ একর জমি রয়েছে। সেখানে শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। মুখ্যসচিব বলেন, " ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পাশাপাশি যদি আরও কোনও শিল্প আসতে চায় তাহলে স্বাগত জানানো হবে। কোচবিহারে আমরা শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারব বলে আশাবাদী।"

ঠাকুর মদনমোহনকে সোনার বাঁশি বংশী বদনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চলছে কোচবিহারের মদনমোহনের রাসযাত্রা উপলক্ষে রাসমেলা। কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। একদিকে যেমন রয়েছে ভোগের মধ্যে বৈচিত্র তেমনি ভক্তরা দিচ্ছেন উপহার। মঙ্গলবার মদনমোহন উপহার পেলেন সোনার বাঁশি। এই বাঁশি উপহার দিলেন রাজবংশী ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন। সেইসঙ্গে কোচবিহারবাসীর মঙ্গল কামনায় মদনমোহনের কাছে প্রাণ ভরে পুজো দিলেন তিনি। পুজো শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি তিনি জানান, কোচবিহার নিম্ন অসমসহ উত্তরবঙ্গের অন্যতম বড় উৎসব এই রাস উৎসব। এই রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ মানুষের আগমন ঘটে মদনমোহন বাড়িতে আর তাদের মঙ্গল কামনায় আজকে আমরা পূজার আয়োজন করেছি। রাজার ঐতিহ্য পরম্পরা এবং পূজার নিয়ম নীতি মেনে পুজো দেওয়া হল সেই সাথে সাধ্যমত মদনমোহনকে উপহার তুলে দেওয়া হল।

ভুল ওষুধ দেওয়ায় দিনহাটা মহকুমা ওষুধের দোকানের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ না দিয়ে ভুল ওষুধ দেওয়ায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের সামনে বিক্ষোভ দেখালো রোগীর আত্মীয় পরিজনরা। বৃহস্পতিবার এই ঘটনা ঘটে, পরে অবশ্য পুলিশের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ উঠে যায়। যদিও দোকানের তরফ থেকে জানানো হয়েছে,ওই ওষুধটি এই দোকান থেকে নেওয়া হয়েছে কিনা তা বুঝতে পারছি না। তবে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনার বিবরণের জানা গিয়েছে, দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের খাটামারী এলাকার জনৈক ব্যক্তির দুই সন্তানকে বামনহাট ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। চিকিৎসক দুটি শিশুর জন্যেই ইনজেকশন প্রেসক্রিপশন করেন। সেই মোতাবেক দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে দুটি ইনজেকশনের ওষুধ কিনে নেওয়া হয়। সেই ইনজেকশন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসককে দেখানো হলে চিকিৎসক ভুল ইনজেকশনের কথা বলেন। ফলে রোগীর আত্মীয় পরিজনরা ওই ওষুধের দোকানের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ উঠে যায়।

রোগীর অভিভাবক মিন্টু আলী, মঞ্জিরুল হাসান প্রমুখরা বলেন, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের তরফ থেকে যে ওষুধ দেওয়া হয় চিকিৎসক জানিয়েছেন সেই ওষুধ প্রয়োগ করলে রোগীর ক্ষতি হয়ে যেত।

এই বিষয়ে দোকানের তরফ থেকে সুবল সাহা বলেন, হয়তো ভুলে ওই ভুল ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। যার দ্বারা ওষুধ বিক্রি হয়েছিল তিনি নেই। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে কোনটি সঠিক তা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

দুয়ারে সরকার শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কিছুদিন আগেই উত্তরকাশীর এক সুড়ঙ্গ ধসে আটকে গিয়েছিলেন ৪১ জন শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কোচবিহারের বলরামপুর গ্রামের মানিক তালুকদার। প্রথম দু'দিন সেই মানিকের খোঁজই দিতে পারেনি প্রশাসন। এবারে তাই দুয়ারে সরকারে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার থেকে অষ্টম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার শুরু হয়েছে। এদিন এক সাংবাদিক বৈঠক করেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা। তিনি বলেন, "পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তের উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নাম নথিভুক্ত হলে সরকারি সুবিধে দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধে হবে। এ ছাড়া আগে থেকেই প্রশাসনের হাতে ওই সংক্রান্ত তথ্য থাকে। এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ১৫ হাজার নাম নথিভুক্ত হয়েছে। বাকি নাম দ্রুত নথিভুক্ত হবে বলে আশা করছি।"

এদিন জেলাশাসক জানান, ১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দুয়ারে সরকার শিবির হবে। কোচবিহার জেলায় প্রথমদিন প্রায় দশ হাজার বাসিন্দা বিভিন্ন প্রকল্পে আবেদন করেছেন। নতুন বছরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে আবেদনপত্র দেখে সমস্ত পরিষেবা দেওয়া হবে। কোচবিহার জেলায় এবারে ৪৬৮০ টি শিবির হবে। তার মধ্যে ২৩৯৫ বুথ স্তরের হবে। এর বাইরে প্রত্যন্ত এলাকায় সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য ২২৮৫ টি ভ্রাম্যমাণ শিবির হবে। প্রত্যন্ত কিছু এলাকার জন্য ভ্রাম্যমাণ শিবিরের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক বলেন, "আমরা সমস্ত বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। কারও কোনও অভিযোগ থাকলে তা দেখা হবে।"

পুন্ডিবাড়ি বাজারে দুটি সোনার দোকানে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পুন্ডিবাড়ি বাজারে দুটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয় এলাকা জুড়ে। বছরখানেক আগেও এইরকম চুরি হয়েছিল সাধারণ মানুষের বক্তব্য হোলদোল নেই প্রশাসনের অভিযোগ করেন তারা। ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও নিশ্চিত করা যাচ্ছে না নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এইরকম চুরি দিনের পর দিন হতে থাকলে আমাদের অনেক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। আমরা চাই দ্রুত প্রশাসন তদন্ত শুরু করুক এবং দোষীদের খুঁজে বের করুক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার দ্রুত সমাধান করুক। এই বিষয়ে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, সমস্ত ঘটনার তদন্ত চলছে।

পুন্ডিবাড়ির পর বাবুরহাটেও সোনার দোকানে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পুন্ডিবাড়ির জোড়া সোনার দোকানে চুরির পরে এরপর বাবুরহাট। ঠিক একই কায়দায় শাটার ভেঙে সিন্দুক ভেঙে পাশাপাশি তিনটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো, শুক্রবার সকালে। বাজারে রাতে কোন সুরক্ষা কর্মী থাকে না। স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রবীর কুমার দাস বলেন, শুধুমাত্র তার দোকান প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার গহনা চুরি গেছে। আনুমানিক প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার উপরে গহনা এবং চার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ খোয়া গেছে বলে জানায় তারা। ঘটনা তদন্ত নেমেছে পুলিশ। পরপর এই চুরির ঘটনা রীতিমতো চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে ব্যবসায়িক মহলে। তবে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ঘটনার পূর্ণ তদন্ত চলছে।

বিএসএফের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম

নিজস্ব সংবাদদাতা: শুক্রবার চেনাকাটা বিওপিতে বিএসএফের উদ্যোগে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সীমা সুরক্ষা বলের পক্ষ থেকে বিওপি চেনাকাটায় সীমান্তবর্তী গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে ভারতীয় জওয়ানের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে দুইজন স্থানীয় ডাক্তার এবং দুইজন সেনা ডাক্তারদের সহায়তায় স্থানীয় গ্রামবাসীদের ফ্রি চেক আপ এবং এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এলাকার কৃষকদের স্প্রে মেশিন, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় স্টাডি ম্যাটেরিয়াল এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ে এবং ক্লাবগুলিতে খেলার সরঞ্জাম দেওয়া হয়।

দেশি গদা লাউ চাষে লাভবান কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: শীতকালীন দেশি গদা লাউ চাষ করে যথেষ্ট লাভবান চাষিরা। সেরকমই এক দেশি গদা লাউ চাষীর সন্ধান পাওয়া গেল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সন্ন্যাসীপাড়া এলাকায়। সেখানকার চাষী বিপুল সরকার নিজস্ব অল্পবিস্তর জমিতে গদা লাউ চাষ করেছেন এবং এই লাউ চাষ করে তিনি অনেকটাই অর্থ উপার্জন করতে পারছেন।

চাষী বিপুল বাবু জানান, শীতের শুরুতেই এই লাউ চাষ করে তিনি খুব ভালো ফলন পাচ্ছেন এবং বাজারেও ন্যায্য দাম রয়েছে। যার কারণে তিনি লাউ বিক্রি করে অনেকটাই অর্থ উপার্জন করতে পারছেন। বিপুলবাবু আরো বলেন, লাউ চাষের পাশাপাশি আগামীদিনে তিনি অন্যান্য সবুজ শাকসবজি চাষ করবেন।

পরিচালন সমিতির ভোট নিয়ে চড়ছে পারদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: আগামী ২৪ শে ডিসেম্বর দিনহাটা-১ নং ব্লকের মুন্সিরহাট সাদেকিয়া হাইমাদ্রাসার পরিচালন সমিতির নির্বাচন রয়েছে। ইতিমধ্যেই শাসক বিরোধী ৯ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ৬ জন মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। দিনহাটা ১ নং ব্লকের মুন্সিরহাট সাদেকিয়া হাইমাদ্রাসায় ২৪ শে ডিসেম্বর পরিচালন সমিতির ভোট রয়েছে। ১১ ডিসেম্বর থেকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ১৬ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তা চলবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে কোনরকম অশান্তির সৃষ্টি না হয় তৎপর ছিল পুলিশ প্রশাসন। পরিচালন সমিতির ভোটে ইতিমধ্যেই শিক্ষা বাঁচাও কমিটির নাম দিয়ে তৃণমূল বিরোধী একটি জোট তৈরি হয়েছে। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার প্রথমদিনেই শিক্ষা বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে ৯ জন মনোনয়নপত্র জমা দেন। শুক্রবার রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ৬ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

মুন্সিরহাট সাদেকিয়া হাইমাদ্রাসার পরিচালন সমিতির মোট আসন ৬ টি। ১ টি আসন বিধবা মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ২০১৭ সালে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালন সমিতির ভোট হয়েছিল। ভোটে রাজ্যের শাসক দলের সঙ্গে বিরোধীদের মধ্যে গন্ডগোলের জেরে অশান্ত হয়ে উঠেছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এইবছর সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতির ভোট হতে চলেছে আগামী ২৪ শে ডিসেম্বর।

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টের দেওয়াল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিনহাটা-২ নং ব্লকের নাজিরহাটে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টের দেওয়াল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে প্রজেক্ট এজেন্সির সদস্য জায়দুল ব্যাপারী অভিযোগ করে বলেন, জেলাশাশকের অধীনে নাজিরহাট-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সবজি বাজারে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের প্রজেক্টের কাজ হচ্ছিল। গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সেই প্রজেক্টের দেওয়াল ভেঙে দেয় দুষ্কৃতীরা। এতে শুধু আমাদের নয় নাজিরহাট-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল মানুষের অনেকটা ক্ষতি হল। এছাড়াও তিনি আরো অভিযোগ করে বলেন সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কাজের অদূরে রয়েছে নাজিরহাট পুলিশ ফাঁড়ি। তা সত্ত্বেও কি করে দুষ্কৃতীরা এরকম কাজ করার সাহস পেল সেটা বুঝতে পারছি না। আমি চাই দ্রুত দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করে পুলিশ। মূলত এই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের প্রজেক্টের কাজটি সম্পন্ন হলে সংশ্লিষ্ট বাজার সহ বিস্তীর্ণ এলাকার নোংরা আবর্জনা সেখানে রাখা হতো এতে পরিবেশ পরিষ্কার থাকতো।

নাজিরহাটে বিজেপির মিছিলে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চলল বোমাবাজি ও কয়েক রাউন্ড গুলি। নাজিরহাটের শালমারা এলাকায় বিজেপির মিছিলে হামলা চালানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে শালমারা এলাকায় পথে নামে বিজেপি। এইদিন সেই মিছিল চলাকালীন ওই মিছিলকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি এবং কয়েক রাউন্ড গুলিও চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতেই তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা সেখানে বোমাবাজির ঘটনা ঘটিয়েছে। এইদিন বিজেপির ওই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বিজেপির সম্পাদক অজয় রায় সহ আরো অনেকেই। তবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজেপির অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয়েছে।

ট্রেন থেকে উচ্চ প্রজাতির সারমেয়র শাবক উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বৈধ কাগজ ছাড়াই ১৬ টি উচ্চ প্রজাতির সারমেয়র শাবককে উদ্ধার করল আরপিএফের স্পেশাল টিম। আরপিএফের স্পেশাল টিমের আধিকারিক প্রেম সিং মিনা জানান, শাবকগুলোকে বিক্রির উদ্দেশ্যে দিল্লি থেকে গৌহাটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ।

নতুন বছরের প্রথমেই কোচবিহার সফরে আসার কথা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নতুন বছরের প্রথমেই কোচবিহার সফরে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির বানারহাট এবং আলিপুরদুয়ারে সভা করেন তিনি। কিন্তু এই দফায় কোচবিহারে আসেননি। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, রাসমেলা চলতে থাকায় এবারে নিজের সফরসূচিতে কোচবিহার রাখেননি। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি কোচবিহারে আসতে পারেন বলে প্রশাসনিক স্তরে বার্তা দিয়েছেন।

স্মার্ট মিটারের বিরোধিতায় ফরওয়ার্ড ব্লকের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: স্মার্ট মিটারের বিরোধিতার পাশাপাশি কৃষকদের সেচের কাজে ভর্তুকি দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবি সহ একাধিক দাবিতে দিনহাটা-১ ও ২ ব্লকের বিদ্যুৎ বন্টন দফতরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দিল ফরওয়ার্ড ব্লক। দলের পক্ষ থেকে বুধবার দিনহাটা ও সাহেবগঞ্জে বিদ্যুৎ বন্টন দফতরে বিক্ষোভ চলাকালীন পৃথক পৃথকভাবে তিন দফা দাবি নিয়ে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে দেখা করে তাদের হাতে দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়। এইদিন দিনহাটার দুইটি ব্লকে ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সম্পাদক মন্ডলী সদস্য আব্দুর রউফ, যুবলীগের কোচবিহার জেলা সম্পাদক রৌশন হাবিব, আজগার আলী বেপারী, অজয় রায় প্রমুখ। এদিন বিদ্যুৎ বন্টন দফতরে বিক্ষোভ চলাকালীন সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জন বিরোধী নীতির বিরোধিতা করে সোচ্চার হয়।

মেয়াদবৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মেলার মেয়াদবৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠল কোচবিহার রাসমেলা। ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার দোকানপাট বন্ধ করে দিয়ে মেলা চত্বরেই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন ব্যবসায়ীরা। দফায় দফায় বিক্ষোভ চলতে থাকে। মেলার একটি রাস্তাও অবরোধ করে রাখা হয়। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা এমন চলতে থাকে। সেই সময় মেলার সমস্ত দোকান বন্ধ করে রাখা হয়। যা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয় মেলায় যাওয়া সাধারণ মানুষদের মধ্যে। পরে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুরোধে ব্যবসায়ীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। সন্ধ্যা থেকে ফের স্বাভাবিক হয় রাসমেলা। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ওই বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

রাসমেলার আয়োজন করে কোচবিহার পুরসভা। এবারে কুড়ি দিন ধরে মেলা চলবে বলে আগাম ঘোষণা করে পুরসভা। মেলা শুরু হয় রাস পূর্ণিমার একদিন পরে ২৭ নভেম্বর থেকে। সে হিসেবে ১৬ ডিসেম্বর শনিবার মেলা শেষ হওয়ার কথা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, মেলা শুরু হওয়ার তিনদিন পরে অনেকে দোকান বসানোর জমি পেয়েছেন। সব গুছিয়ে নিতে আরও কয়েকদিন লেগেছে। শেষের দিকে মেলায় বিক্রি শুরু হয়। সে জন্যেই মেলা বাড়ানোর দাবি করেছেন তারা। রাসমেলা অস্থায়ী ব্যবসায়ী সংগঠনের সম্পাদক নারায়ণ সরকার বলেন, "এবারে দোকান বসানোর জন্য অনেক টাকা দিতে হয়েছে। খরচ বেড়েছে। সে হিসেবে বিক্রি হয়নি। আরও তিনদিন মেলা না বাড়ানো হলে লোকসানের মধ্যে পড়তে হবে সবাইকে।" আরেক ব্যবসায়ী গৌর দে বলেন, "আমরা অনেক আশা করে রাসমেলায় দোকান দিয়েছি। জিনিসপত্র কিনতে কিছু ঋণও হয়েছে। তাই একটু বেশি সময় পেলে ভালো হত।" বাংলাদেশের এক ব্যবসায়ী মফিজুল রহমান বলেন, "আমরা জামাকাপড়, নোনা ইলিশ, খেজুর গুড় নিয়ে এসেছি। এবারে আশানুরূপ বিক্রি হয়নি। চল্লিশ শতাংশ বিক্রি হয়েছে।"

ফলিমারীতে নির্বাচনী প্রচারে উপস্থিত বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: ছোট ফলিমারীতে তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচারে উপস্থিত বিধায়ক। সোমবার বিকেলে ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট ফলিমারীতে মুন্সীরহাট সাদেকিয়া হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতি নির্বাচন নিয়ে প্রচার কর্মসূচি করল তৃণমূল কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন সিতাই বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নূর আলম হোসেন থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা সহ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। মূলত আগামী ২৪ ডিসেম্বর মুন্সীরহাট সাদেকিয়া হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতি নির্বাচন রয়েছে। সেই কারণে মাদ্রাসায় পাঠরত পড়ুয়াদের অভিভাবকদের নিয়ে এদিন এই প্রচার কর্মসূচি। সেখানে বিধায়ক থেকে শুরু করে তৃণমূলের নেতারা সকলেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সরকারের সরকারী প্রকল্পের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি অভিভাবকদের আশ্বাস দেন যে যদি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা পরিচালন সমিতি নির্বাচনে জয়লাভ করে তবে মাদ্রাসার পঠন পাঠনে উন্নতি সহ মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়ন করবে।

সংসদে হামলা

কোচবিহারে বিজেপিকে আক্রমণ তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সংসদে স্প্রে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় এবারে বিজেপিকে কোণঠাসা করতে আসরে নেমেছে তৃণমূল। তৃণমূলের একাধিক নেতা দেশের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রচার শুরু করেছে। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে নিরাপত্তা নিয়ে এমন ইস্যু জনমত গঠনে কাজ করবে বলে মনে করছে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় ফেসবুকে লিখেছেন, "বিজেপি সাংসদের দু'জন অতিথি সংসদের লোকসভা কক্ষে ঢুকে স্প্রে বোমা ফাটালেন। আর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীরা অসহায়ের মতো তা দেখলেন। এটা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের ইতিহাসে লজ্জা আর কালো দিন। জাতীয় সুরক্ষার নামে যদি একজন সাংসদকে যদি তড়িঘড়ি বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিতে পারে তাহলে সংসদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী সহ পাস দেওয়া সেই সাংসদকে কেন বহিষ্কার করা হবে না। একজন প্রাক্তন সাংসদ হিসেবে এটা আমার শুধু দাবি নয়, এটা দেশবাসীর জিজ্ঞাস্য।"

বিজেপি অবশ্য তৃণমূলের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। স্বাভাবিক ভাবেই ওই ঘটনা নিয়ে কোচবিহারে নানা প্রশ্ন উঠছে। কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, "নিরাপত্তায় ত্রুটি সবারই চিন্তার বিষয়। এই বিষয়ে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। এটা তো খুব স্বাভাবিক ধোঁয়ার বদলে যদি কোনও বিষাক্ত রাসায়নিক বা অন্য কিছু নিয়ে সংসদের ভেতরে কেউ ঢুকত তাহলে মারাত্মক ঘটনা ঘটে যেতে পারত। তাই এই বিষয়ে কোনও আপস হয় না। এটা কোনও রাজনীতির বিষয় নয়।" বুধবার ১৩ ডিসেম্বর সংসদে এক বিজেপি সাংসদের দুই অতিথি স্প্রে দেয়। তা নিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। তার পর থেকেই নতুন করে গোটা দেশ জুড়ে সংসদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

বাসের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল টোটো

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: বাসের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল টোটো। গুরুতর আহত হলেন টোটোচালক। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের বামনগোলা থানার পাকুয়াহাট থিনগর এলাকার রাজ্য সড়কে। জানা গিয়েছে মালদা যাওয়ার পথে বামনগোলা থানার পাকুয়াহাট এলাকার থিনগরে এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নালাগোলা থেকে মালদা যাওয়ার পথে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গবাদিপশু ও টোটোকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে একটি গবাদিপশু প্রাণ হারায় এছাড়াও টোটো চালক আহত হয়। তড়িঘড়ি এলাকাবাসী টোটোচালককে উদ্ধার করে মোদি পুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। দুর্ঘটনা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বামনগোলা থানার আইসি সহ পাকুয়াহাট ফাঁড়ির পুলিশ। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ জনতা পথ অবরোধ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকবাসীর দাবি দৈনিক নালাগোলা মালদা রাজ্য সড়কে বাস দ্রুত গতিতে চলাচল করার জন্যই এই ধরনের ঘটছে। এই এলাকায় স্পিডবেকার লাগানোর দাবি জানায় এলাকাবাসী। অবশেষে বামনগোলা থানার আইসি আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ তুলে নেন এলাকাবাসী।

সম্পাদকীয়

সুস্থ-সংস্কৃতির খোঁজে

শীত পড়তে শুরু করেছে। চারদিকে গান-বাজনার আসর। কান পাতলেই শোনা যায়, মৃদঙ্গের আওয়াজ। কাহারও কাহারও মুখে রাবণের সেই অট্টহাসি। তার ফাঁক গলে বেরিয়ে আসে তরুণীরা। অভিযোগ ওঠে, অশ্লীল নৃত্যের। কোথাও কোথাও আবার জুয়ার আসর বসে যায় যাত্রা ঘিরে। কেহ কেহ বলে থাকেন, যুগ যুগ ধরে এসব চলছে, তো চলবেই। প্রশ্ন তো এখানেই, যুগেরও পরিবর্তন হয়। সেখানে এ ছবির কী পরিবর্তন নাই? এই ছবি আমাদের ব্যথিত করে। কারণ, কিছু মানুষ জুয়ার ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়। এক নিদারুণ কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করতে হয় তাঁর পরিবারের সদস্যদের। অপরদিকে, সেই সব অশ্লীল ছবি সমাজের ক্ষতি করে। তরুণ বয়সের ছেলেমেয়েদের মনে এক খারাপ সংস্কৃতির জন্ম দেয়। যা এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এক বড় বাঁধা। শীত আসবে, আমরাও উৎসবে সামিল হব। শীত মানেই তো উৎসব। সঙ্গীত সন্ধ্যা থেকে বইমেলা সব কিছুরই আয়োজন হয় এই শীতেই। গ্রামাঞ্চলে যাত্রাপালা এক আলাদা আনন্দ দেয়। সে সবের মধ্যে থেকে এক সুস্থ সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই আমরা।

কবিতা

বাবাক্ষ্যাপা

.... মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল

উদাস ঘোষের কীর্তি শুনে হয়তো যাবে রেগে,
বাপের জন্মে বাবা এমন বাপ দেখি নি আগে!
ছোটো ছেলের মাধ্যমিকে কালকে ছিলো ভূগোল,
যাওয়ার পথে কান্ড ঘটায় এত্তো বড়ো পাগল!
বাবা, ছেলে, স্কুল ব্যাগ-বেল বাজা দুই চাকা
এদিকটাতে লোকজন কম রাস্তাটা বেশ ফাঁকা।
পাশ দিয়ে এক বাইক উড়ে যায় ভীষণ রকম তাড়া!
হঠাৎ কুকুর -- বেতাল চাকা: তিন সওয়ারি পড়া!
দুমড়ানো যান, কাতর আওয়াজ রাস্তা রাঙ্গা হলো
"ও ভ্যান ভাই, তোলো এদের হাসপাতালে চলো।"
দুই বেচারার জখম বেশি একটি ছেলের কম,
উদাস ঘোষের শক্ত চোয়াল আটকাবে সে যম।
লোক তো আরো এসেই ছিল ছেড়ে দেওয়াই যেতো,
কেটে পড়লে ছেলের কী আর পরীক্ষা মিস হোতো!!
রক্ত মাখা একটা মাথা রাখলো ছেলের কোলে
বাঁধলো ক্ষত সে বেচারার স্কুল শার্ট খুলে!
হাসপাতালে এদিক ওদিক--একটা গেলো বেজে
নিজের ছেলের ভবিষ্যতের বারো বাজায় নিজে!
এমন দশা করেছে তো লাগাম ছাড়া গতি,
তোমার কিসের দরদ, ওরা শ্যালক নাকি নাতি??
বিপদ ওদের কেটে গ্যাছে সুস্থ হয়ে যাবে,
ছেলের যে তোর বছর গেলো কে ফিরিয়ে দেবে??
বড়োটাকেও এমনি করে শেষ করেছে বাপ!
কাজ কাম নেই, মাথায় শুধু সমাজ সেবার চাপ!
" পরীক্ষা নয় পরের বছর দিবে আমার ছেলে
পরান কি আর আইবো ফিরা ফুড়ুৎ হইয়া গ্যালে? "
ব্যাটা যেন শাহরুখ খান ডায়লগ দ্যায় ঝেড়ে!
এমন বাপের ছেলে কী আর মানুষ হতে পারে?!

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

"নদীর কথা নদীর কাছে বলো" কর্মসূচি

(কোচবিহারের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে হিমালয় থেকে উৎপন্ন হওয়া বিভিন্ন নদী। কোচবিহারের পরিবেশের ওপর এই নদীগুলির প্রভাব অভাবনীয়। এমনই এক নদী কালজানী। আর এই কালজানীকে নিয়ে কলম ধরলেন পূর্বোত্তরে কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম চেনা মুখ অরুপ গুহ)

উত্তরবঙ্গের অন্যতম নদী কালজানী নদী। অসমর্থিত সূত্রে জানা যায় প্রাচীন স্থানীয় ভাষায় এই নদীকে কেউ কেউ 'কালোবৌ' নামে চিনতো। আসলে কালজানী নদীটি হলো আন্তর্জাতিক নদী তোর্ষা নদীর একটি উপনদী। উৎপত্তিস্থলের (26.50'24"N 89'28"E) ভুটান হিমালয়ের পাদদেশে বয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ ভায়া ভুটান এবং ভারত সঙ্গমস্থল (26.16'25"N 89.35'01"E) সঙ্গে তোর্ষা নদী পুনরায় বাংলাদেশের যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হওয়া কালজানী নদী।

কালজানী নদী ডুয়ার্সের অন্যতম মূল আকর্ষণ এবং এই নদীর শাখা নদীগুলি হলো ডিমা, পোরো, নোনাই, দুরিয়া, গদাধর, নিমতিঝোরা ইত্যাদি। ১৯৯৩ সনে কালজানী নদীর বাঁধ ভেঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল তাতে আলিপুরদুয়ার, হ্যামিল্টনগঞ্জ এবং তুফানগঞ্জের ছাতোয়া গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

ভুটান দেশের উচ্চমহল পাহাড় থেকে নেমে ফুন্টশোলিং (পিছনে), পাশাখা, আলিপুরদুয়ার জেলার সেন্ট্রাল ডুয়ার্স (রাঙামাটি), হ্যামিল্টনগঞ্জ, দক্ষিণ বড়ঝোরা, নিমতি, আলিপুরদুয়ার শহর, কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার চিলাখানা, বালাভুতে এসেছে। নদীটি প্রায় ১০৮ কিমি লম্বা। সেন্ট্রাল ডুয়ার্সে (রাঙামাটি) এই নদীর নাম বাসরা। পূর্বে আলিপুরদুয়ারে কালজানী নদীটিতে সাতটি বাঁক ছিল বলে এই নদীকে কেউ কেউ 'সাতবাঁকি' নদীও বলে ডাকতো। বালাভুতে আরও ৪ টি নদী এসে একসাথে মিশেছে। নদীগুলি হলো তোর্ষা, রায়ডাক, গদাধর, ঘরঘরিয়া। বালাভুত অঞ্চলটি এজন্য দর্শনীয় স্থান।

আমাদের সংগঠন # ন্যাসগ্রুপ "নদীকে নিয়ে ভাবুন নদীকে নিয়ে বাঁচুন" জনপ্রিয় স্লোগানকে সামনে রেখে নদী আন্দোলনে এগিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি আমাদের সদস্যরা কালজানী নদীর উপর একটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই কর্মসূচির খন্ডচিত্র এখানে দেওয়া হলো। গত কয়েক বছর ধরে বর্ষাকালে কালজানী নদীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যাচ্ছে বলে শোনা যায়। কিন্তু মৎস্যদপ্তর গবেষণা করে দেখেছেন মাছগুলি ইলিশ মাছের মত দেখতে হলেও ইলিশ মাছ নয়। এই মাছের নাম হচ্ছে টোলিমাছ। এই মাছ টেনিওয়ালোসা গোত্রে মাছ। অবিকল ইলিশ মাছের মত দেখতে। মৎস্য বিজ্ঞানীদের এখন গবেষণা যে, টোলিমাছ সমুদ্রের মাছ হয়েও কি করে এই নদীতে এলো? এছাড়া কালজানী নদীতে অন্যান্য অনেক রকম সুস্বাদু মাছ পাওয়া যায়। আজ নানাবিধ কারণে কালজানী নদী বিপন্ন। এই নদীকে বাঁচাতে এগিয়ে সবাই আসুন।

(উৎসর্গঃ- শ্রী আলোক ব্যানার্জী। খড়গপুর)

কেন ডুয়ার্সে কৃত্রিম নগরায়ন ও আবাসন শিল্পের বিরোধীতা করা উচিত

তাপস বর্মণ

তিস্তা ও সংকোশ নদীর মাঝে বর্তমান জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় হিমালয়ের পাদদেশে পূর্ব ডুয়ার্স; সংকোশ ও ব্রহ্মপুরের মাঝে অসমে পশ্চিম ডুয়ার্স। লাটাগুড়ি জলপাইগুড়ি জেলার অংশ; বিজ্ঞাপন বলছে সেখানে বড় বড় আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠবে, বড় বড় বহুতল বিল্ডিং এর শহর তৈরী হবে, হাজার হাজার উচ্চবিত্তের বসতি হবে। জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের বক্তব্য অনুযায়ী, জলপাইগুড়ি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি মৌসুমী অঞ্চল। এই জেলায় খুব গরমে এখানকার গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২°C আর শীতে গড়ে ১১°C। জলপাইগুড়ি শহরে বার্ষিক তাপমাত্রা ২৪.৮°C। যারা বিশুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে চায় তাদের কাছে এই জলপাইগুড়ি স্বর্গ (haven)। ২০২১ সালে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করা একটি পিএইচডি গবেষণাপত্রে পড়লাম, দ্রুত জনসংখ্যা ও নগরায়নের ফলে ডুয়ার্সের বনাঞ্চল ভয়ঙ্করভাবে ধ্বংস হয়েছে। ২০১৪ সালে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন প্যানেলের তথ্য অনুযায়ী বিল্ডিং/বহুতল ক্ষেত্র (আবাসন ও বাণিজ্যিক) গ্রীণহাউস গ্যাস উৎপাদনে ১৯% দায়ী ২০১০ সালের হিসেব পর্যন্ত।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ রিসার্চ ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড এপিলায়েট সাইন্স এর একটি প্রবন্ধে পাওয়া গেল, অনিয়ন্ত্রিত নগরায়নের ফলে ভারতের পরিবেশ ভয়ঙ্করভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে; বিশেষত ভূমি সংকট, জল, বায়ু, শব্দ এবং বর্জ্য সমস্যা সংক্রান্ত। শহর হচ্ছে 'হিট-ইসল্যান্ড' অর্থাৎ রাতে যখন পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ শীতল হয় তখন শহরে গরম ছড়ায়; এমনি ভূপৃষ্ঠ ও প্রকৃতি যেভাবে সূর্য থেকে আগত তাপ শোষণ ও নিঃশ্বরস করে, শহরের কংক্রিট, ইট, পাথর সহ যাবতীয় পরিকাঠামো ভিন্নভাবে করে দিনের বেলা তাপগ্রহণ করে রাতে তা থেকে উৎতাপ ছড়ায়। শহরের বহুতলবাসী সাধারণ বসতির তুলনায় অধিকমাত্রায় কার্বন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ওজন, সালফার অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, লিড (lead) এবং অন্যান্য এই ধরনের গ্যাস উৎপাদন করে পরিবেশে ছড়ায়। এবার বলুন ডুয়ার্স ও ডুয়ার্সের গায়ে বাণিজ্যিক বহুতল নগরী হলে জলপাইগুড়ি সহ ডুয়ার্সের কি হবে?

ডুয়ার্স হচ্ছে নবীন ভঙ্গীল পর্বত হিমালয়ের পাদদেশ ও সংলগ্ন অঞ্চল সেই দিক দিয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ। কেন্দ্রীয় ভূ-জল পর্ষদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বহুতল নগরী ভূগর্ভস্থ সংকটের অন্যতম একটি কারণ। উদাহরণ হিসেবে ১৯৯৯ সাল থেকে কলকাতায় যে কংক্রিটের জঙ্গল তৈরী হয়/হতে শুরু করে তাতে কলকাতার ভূগর্ভস্থ জল ভয়ঙ্করভাবে নেমে গিয়েছে এবং সংকটে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাওয়ার সাথে সাথে ডুয়ার্সের মত হিমালয় সংলগ্ন এলাকার ভূমিকম্প বৃদ্ধির সম্ভাবনা যুক্ত। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অন ইমার্জিং টেকনোলজিস-এ প্রকাশিত, পরিবেশের উপর নগরায়নের প্রভাব শীর্ষক এক প্রবন্ধে দাবী করা হচ্ছে, শহর/বহুতল এলাকা যেহেতু সাধারণ বসতি এলাকার থেকে অধিক জনঘনত্ব, জনসংখ্যা ও ভোগবাদী জীবনযাপন করে তাই সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন/শোষণ/উত্তোলন সবচেয়ে বেশী। বিশেষত, ভূগর্ভস্থ জল সংকট এবং দূষণ বেশী সংগঠিত হয়।

এমনিতেই বহুতল নির্মাণে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন। এছাড়াও গবেষকদের মতে, ভূগর্ভের জল স্তর নেমে যাওয়ার বিপদ হচ্ছে, জলে আর্সেনিক দূষণ বৃদ্ধি এবং বিষাক্ত ধাতুর মিশ্রণ। সাধারণ আমাদের রাজ্যে উত্তরবঙ্গের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা লাগোয়া জেলাগুলিতে শহরাঞ্চল থাকায় এবং অধিক জনঘনত্বের কারণে বিস্তীর্ণ এলাকা আর্সেনিক দূষণের শিকার। এবার ভাবতে হবে সম্পূর্ণ বানিজ্যিক কারণে ডুয়ার্স এলাকায় বহুতল নগরী কেন? বাতিল করো।

(লেখক পেশায় অধ্যাপক ও পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী)

বেহাল সুটুঙ্গা

সঞ্জয় সাহা

"যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে"

আক্ষরিক অর্থেই তিনি সতর্ক করেছিলেন। আমরা শুনিনি, আমরা শুনিনা। একদিন আমাদের এই প্রিয় সুটুঙ্গা ও মানসাইকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল আমাদের জনপদ, মাথাভাঙ্গা। নদীতে নাব্যতা ছিল। তামাক পাট এসব চলে যেত দূর-দূরান্তে, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে নদীপথে। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীর সূত্রে এসেছিল অনেকেই। ভূমিপুত্রদের সাথে মিলেমিশে সংস্কৃতির আদান-প্রদানে সমৃদ্ধ হয়েছিল এই জনপদ। সেই সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ আজও চলেছে, আজও শহরটা একটু একটু করে সমৃদ্ধ হচ্ছে রোজ। প্রযুক্তির হাত ধরে এগোতে এগোতে কোথায় যেন প্রাকৃতিকভাবে শহরটা একটু হলেও বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত। শহরের মূল কেন্দ্র বাজারের বড় বটগাছটিও নিদারুণ অভিমানে বিদায় নিল এইতো সেদিন। তারও অনেক আগে শতাব্দী প্রাচীন মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের পাশে নাগকেশোরের সারি সারি গাছ ছিল বলে শুনেছি। নদীমাতৃক সভ্যতায় চিরকালই প্রকৃতি এবং সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে। সময়ের পরিবর্তনেই হয়তো রাস্তার দুধারের টিন কাঠের বাড়ি বা দোকানগুলোর পরিবর্তে ইট বালি সিমেন্ট ও লোহার কংক্রিট। কিন্তু নদী! আমাদের মাতৃসমা, কন্যাসমা, প্রেমিকাসমা নদী সে কী সামান্য আদর যত্নও কি আশা করতে পারে না আমাদের কাছে! নদী হারিয়ে গেলে কি হয়, তিনি কিন্তু সতর্ক করেছেন আগেই। সাধু, সাবধান।

শিশুদের মানসিক বিকাশে মেগা সেমিনার দিনহাটায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: শিশুদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে মেগা সেমিনার অনুষ্ঠিত হল দিনহাটায়। রবিবার দুপুর দুটো নাগাদ দিনহাটা শহরের পুরানো বাস স্ট্যান্ড এলাকায় এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় এদিনের এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিওএমএইচ ডাক্তার কেশব চন্দ্র বর্মন, সাইকোলজিস্ট পীযূষ চক্রবর্তী, দীপঙ্কর বর্মন প্রমুখ। এদিনের এই সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তাগণ বলেন,

বর্তমান সময়ের শিশুদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ এক কঠিন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। শিশু জন্মের পর থেকেই মোবাইল, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু বেড়ে উঠতে শুরু করে। ফলে তাদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাদের মানসিক চিন্তাভাবনা এমন পর্যায়ে গিয়ে পড়ছে যে, শিশুরা সব সময় একাকিত্বে ভুগছে। মাঠমুখীন যে খেলাধূলা তার প্রতিও উদাসীন হয়ে উঠেছে। এগুলি থেকে শিশুকে মুক্ত করতে হবে। তাদের খোলা আকাশের নিচে খেলাধূলার মানসিকতা যাতে সৃষ্টি হয় সেদিকে নজর দেওয়াটা জরুরী। পাশাপাশি শিশুরা যাতে সহপাঠী কিংবা অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সঠিকভাবে মিশতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এদিনের এই সেমিনারে দিনহাটার বিভিন্ন এলাকা থেকে মহিলারা তাদের শিশুদের নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।

বিজেপির প্রীতিতোষ তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: বিজেপির ডাকা 'নবান্ন' অভিযানে পুলিশের গাড়িতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মামলায় অভিযুক্ত প্রীতিতোষ মণ্ডল তৃণমূলে যোগ দিলেন। প্রীতিতোষ বিজেপির কোচবিহার জেলার প্রাক্তন সম্পাদক। তিনি দলে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। প্রীতিতোষ বলেন, "সবদিক থেকে চাপে ছিলাম। এছাড়া মানুষের জন্য কোনও কাজও করতে পাচ্ছিলাম না। তাই তৃণমূলে যোগ দিয়েছি।" তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "বিজেপি যুব সমাজকে ভুল পথে পরিচালিত করে চলছে। তার অন্যতম উদাহরণ দিনহাটার বাসন্তীরহাটের প্রীতিতোষ। ওকে নবান্ন অভিযানে ভুল পথে পরিচালিত করে বিজেপি নেতারা সরে পড়ে। 'ও' সব কিছু বুঝতে পেরে ভুল স্বীকার করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে।" বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, "বিজেপি নেতাকর্মীদের নানাভাবে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে। আবার তাদেরই তৃণমূল ভয় ভীতি দেখিয়ে নিজেদের দলে নিয়ে রাজনীতি করছে। এতে লাভ কিছু হবে না। প্রীতিতোষের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ করে তৃণমূল তখন তিনি খারাপ ছিলেন এখন ওই দলে যেতেই তিনি ভাল হয়ে গেলেন।"

প্রীতিতোষ মণ্ডল গত রবিবার ১৭ ডিসেম্বর দিনহাটার সংহতি ময়দানে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তাঁর হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। গতবছর ১৩ সেপ্টেম্বর বিজেপির নবান্ন অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। নবান্ন অভিযানের সময় পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর, আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ছবিতে প্রীতিতোষকে দেখা যায়। প্রীতিতোষ সহ মোট ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। তারপর থেকে পলাতক ছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, "পুলিশ প্রায়ই বাড়িতে গিয়ে আমার খোঁজ করত। বাড়িতে আমার বৃদ্ধ বাবা, মা আমার জন্য কান্নাকাটি করে এটা ভালো লাগে না। এছাড়া বিজেপিতে পুরনো কিছু নেতাদের সরিয়ে দিয়ে তৃণমূল থেকে যারা বিতাড়িত তাদের দলে নিয়ে পদে বসানো হচ্ছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় আমিও অনেকের মাথাব্যথা ছিলাম। সব নিয়ে ভালো ছিলাম না। তাই দলবদল করেছি।

মিহিরের বিরুদ্ধে মিছিল করল গ্রেটার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজবংশী ভাষার প্রাথমিক স্কুলের নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামীর বিরুদ্ধে পথে নামল গ্রেটার। বুধবার কোচবিহার রাসমেলার মাঠ থেকে মিছিল করে গ্রেটার সমর্থকরা। মিছিল শেষে কাছারি মোড়ে মিহিরের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন গ্রেটার সমর্থকরা।

বংশীবদন রাজবংশী ভাষা একাডেমী ও রাজবংশী উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন। মূলত বংশীবদনের দাবি মেনেই ওই স্কুলগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে ওই স্কুলগুলির উদ্বোধনে কোচবিহারে আসার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। তার মধ্যেই ওই স্কুলের অনুমোদন এবং নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন মিহির। বংশীবদন বলেন, "রাজবংশী ভাষার স্কুলের বিরোধিতা যারা করছেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা। মিহির গোস্বামী রাজবংশী মানুষের বিরোধী।" গ্রেটার নেতাদের অনেকেই দাবি করেছিলেন, মিহিরের বাড়ি পর্যন্ত গ্রেটরের ধিক্কার মিছিল যাবে। পরে অবশ্য বংশীবদন জানান, কারও বাড়ি পর্যন্ত নয়, শহর পরিক্রমা করবে ধিক্কার মিছিল। মিহির বলেন, "ওই স্কুলগুলি নিয়ে বড় রকমের দুর্নীতি হচ্ছে। নিজেদের মতো করে কিছু তালিকা তৈরি করে স্কুল হচ্ছে, শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে। তৃণমূল নেতারা তালিকা তৈরি করে দিচ্ছেন। বড় ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে। যে টাকার ভাগ হচ্ছে। আর রাজবংশীদের প্রকৃত শিক্ষিত যুবকদের ওই চাকরি থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। আর বংশীবদনবাবু একা রাজবংশী নন, আরও বহু রাজবংশী মানুষ আছেন যারা আমার সঙ্গে একমত।"

মা ও ছেলেকে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: খোঁচাবাড়িতে মা ও ছেলেকে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কা। বুধবার দুপুর আনুমানিক দুটো নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের খোঁচাবাড়ি বটতলা এলাকায়। স্থানীয়রা জানান, পিকআপ ভ্যানটি দ্রুতগতিতে খারুভাঁজ থেকে নাজিরহাটের দিকে আসছিল সেইসময় খোঁচাবাড়ি বটতলা এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক মহিলা ও তার ছেলে। ঠিক সেই সময় পিকআপ ভ্যানটি সজোরে ধাক্কা মারে ওই মহিলা ও তার ছেলেকে। পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন সম্পর্কে মা ও ছেলে। এরপর স্থানীয়রা দ্রুত দুজনকে উদ্ধার করে প্রথমে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল এরপর কোচবিহার নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। পাশাপাশি পিকআপ ভ্যানটি মা ও ছেলেকে ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার নিচে একটি জমিতে উল্টে যায়। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হলে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জনরোসের হাত থেকে পিকআপ ভ্যানের খালাসীকে উদ্ধার করে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। যদিও চালক ও আর এক খালাসী পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে।

আরও জানা গেছে খারুভাজ বাজার থেকে পিকআপ ভ্যানটি নাজিরহাটের দিকে যাচ্ছিল। গাড়িটি যখন খোঁচাবাড়ি বটতলা এলাকায় পৌঁছায় ঠিক সেই সময় রাস্তার ধারে মা এবং ছেলে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িটি তাদের ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার নিচে পড়ে যায়। মা ও ছেলে দুজনেই ছিটকে রাস্তায় পড়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করানো হয়। তবে শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় তাদের কোচবিহারে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন চিকিৎসক। এরপর দুজনকেই কোচবিহারে নিয়ে যাওয়া হয় উন্নত মানের চিকিৎসার জন্য।

পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পুলিশের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন কোচবিহার পুরসভার কর্মীরা। মঙ্গলবার ১৯ ডিসেম্বর কোচবিহার পুরসভায় জরুরি বোর্ড মিটিং ডাকেন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সেখানেই ওই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। পুরসভার কর্মীদের অভিযোগ, কোচবিহার রাসমেলার শেষ সময়ে তাঁদের উপরে অত্যাচার করেছে পুলিশ। রাসমেলার আসা ব্যবসায়ীদের মারধর করা হয়েছে। দোকানের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের শাস্তির দাবি করে দু'দিন পুর-পরিষেবা বন্ধ রাখেন পুর-কর্মীরা। শুধু পানীয় জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু ছিল। পরে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের আহ্বানে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়। তিনি বলেন, "রাসমেলার শেষের দিন থেকে কিছু পুলিশ কর্মীর ভূমিকা ঠিক ছিল। কোনও কারণ ছাড়াই পুরকর্মী, ব্যবসায়ীদের নিগৃহীত করা হয়। রাসমেলায় এমন ঘটনা ভাবতে পারি না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরসভার পক্ষ থেকে বিষয়টি জানানো হবে।" কোচবিহারের পুলিশ কর্তারা ওই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি।

এবারে ২৭ নভেম্বর থেকে কোচবিহার রাসমেলা শুরু হয়। মেলা কুড়ি দিন চলবে বলে আগাম ঘোষণা করা হয়। সে হিসেবে ১৬ ডিসেম্বর মেলা শেষ হওয়ার কথা। শেষ মুহূর্তে ব্যবসায়ীরা মেলা আরও তিনদিন বাড়ানোর দাবি তোলেন। তা নিয়ে একদিন রাসমেলার সমস্ত দোকান বন্ধ রেখে আন্দোলন করা হয়। পুরসভা বিষয়টি নিয়ে আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বভাবিক হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময়ে মেলা সেসব করার আবেদন জানানো হয়। দোকান ভেঙে সরিয়ে দেওয়ার আবেদন করা হয়। অভিযোগ, মেলা শেষ হওয়ার পরেরদিনও সমস্ত দোকান খুলে ব্যবসা শুরু হয়। পুলিশ বাহিনী দোকানে দোকানে গিয়ে তা বন্ধ করে দেয়। দ্রুত ভেঙে নেওয়ার নির্দেশ দেয়। তাতেই বিতর্ক বাড়ে।

প্রশ্ন ফাঁস রুখতে বড় পদক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: বিগত বেশ কিছু মাস ধরে রাজ্যে জুড়ে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তোলপাড় পরিস্থিতি। যতদিন এগিয়ে চলেছে ততই প্রকাশ্যে এসেছে একের পর এক তথ্য, নাম জড়িয়েছে একাধিকের। এই পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক হোক বা উচ্চমাধ্যমিক প্রশ্নফাঁসের ঘটনা প্রতি বছরই ঘটে থাকে। সেই ঘটনায় লাগাম দিতে এবার মাস্টারস্ট্রোক। প্রশ্নফাঁস রুখতে আগেভাগেই সতর্ক মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এবার প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করতে প্রশ্নপত্রে ইউনিক কোডের ওয়াটারমার্ক বসাতে চলেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। যাতে করে এতে কেউ প্রশ্নপত্রের ছবি ফাঁস করলে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সনাক্ত করা যাবে। এককথায় বলতে গেলে হাতেনাতে ধরা যাবে। প্রতিটি প্রশ্নপত্রে থাকবে আলাদা আলাদা কোড নম্বরের ওয়াটারমার্ক। তার উপর ছাপা থাকবে প্রশ্ন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পৃথকভাবে প্রশ্নপত্রে কোডিং সিস্টেম চালু করার কথা জানিয়েছে।

ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য সুখবর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা: দু'দিনের ছুটিতে ঘুরতে যাওয়া মানেই বাঙালিদের মনে আগেই আসে দিঘার নাম। চিরকালই দিঘার সমুদ্র সৈকত টানে আপামর বাঙালিকে। এবার ভ্রমণ প্রেমীদের জন্য বড় সুখবর। এবার দিঘা পৌঁছানো এখন আরও সহজ। এ বারে আমতা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে শুরু হচ্ছে নতুন বাস রুট। এবারে আরও কম সময়ে পৌঁছে যাবেন দিঘা। খুব সহজেই আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের জয়পুর থেকে সরাসরি দিঘা পৌঁছে যাবে বাস। দিঘা যাওয়ার এই বাস প্রত্যেকদিন সকাল সাড়ে ৬ টায় আমতা

জয়পুর থেকে যাবে দিঘা। জয়পুর থেকে শুরু করে শেয়াগড় মোড় এবং তারপর বেতাই মোড়, খোরাপ হাটতলা, গাজীপুর বাজার, নারিট বাজার, চক শ্রীরামপুর, বাইনান, খাজুট্টি, হিজলক মোড়, বাগনান, কোলাঘাট হয়ে দিঘা পৌঁছে যাবে। আমতা জয়পুর থেকে দিঘা যেতে খরচ পড়বে ১১৬ টাকা করে। এই বাসটি দিঘা থেকে ছাড়বে প্রত্যেকদিন বিকাল ৪টায়।

ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ট্রাকিং টার্মিনাল চালু করল ডেলহিভারি

শিলিগুড়ি: ভারতের বৃহত্তম লজিস্টিক সরবরাহকারী ডেলহিভারি লিমিটেড, ভিওয়ান্ডিতে বৃহত্তম মেগা-গেটওয়ে চালু করেছে। বারো লক্ষ বর্গফুট জমির ওপর নির্মিত, ভিওয়ান্ডি ট্রাকিং টার্মিনাল ভারতের বৃহত্তম লজিস্টিক সুবিধাগুলির মধ্যে একটি। এটি ডেলহিভারির পার্সেল এবং আংশিক-ট্রাকলোড মালবাহী গাড়ি পরিচালনা করার স্বয়ংক্রিয় হাব, যেখানে বাছাই, রিটার্ন এবং ডেলিভারি সম্পর্কিত কাজ হবে।

স্বয়ংক্রিয় গেটওয়েটিতে ১৯৬টি ডকিং স্টেশন রয়েছে এবং এটি ৮০০০ টন ভারী জিনিসপত্র লেনদেনের জন্য ডিজাইন করা। প্রতিদিন ১৬০০টি যানবাহন চলাচল করবে। ফ্যালকন অটোটেক (ডেলহিভারি বিনিয়োগ কোম্পানি) দ্বারা স্থাপিত ফেসিলিটি অটোমেশন সিস্টেমে ১.৮ কিমি সমন্বিত ডবল-ডেক ক্রস-বেল্ট সর্টারের সঙ্গে ৫ কিলোমিটারের বেশি উপাদান পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে। এটি ৩২,০০০ টিরও বেশি চালান এবং ১৭,০০০ ইউনিট প্রসেস করার জন্য বানানো। ডেলহিভারির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সাহিল বড়ুয়া বলেছেন, " ভিওয়ান্ডি গেটওয়ে বিশ্বমানের পরিষেবা এবং দক্ষতা বজায় রেখে মুম্বই এবং পশ্চিম অঞ্চলের বৃহৎ এবং এসএমই মালবাহী শিপারদের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে। অত্যাধুনিক অটোমেশন সিস্টেম কর্মদক্ষতা এবং গতি উন্নত করবে। আমাদের নেটওয়ার্ক বৃহৎ শিল্পের জন্য একটি নতুন মান নির্ধারণ করবে।"

মেডট্রনিক সিম্পলিসিটি নিয়ে এল রেনাল ডিনারভেশন পদ্ধতি

কলকাতা: ইন্ডিয়া মেডট্রনিক প্রাইভেট লিমিটেড, মেডট্রনিক পিএলসি (NYSE:MDT) এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। এবার তারা নিয়ে এল উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসার জন্য সিম্পলিসিটি স্পাইরাল রেনাল ডিনারভেশন সিস্টেম। রেনাল ডিনারভেশন হল একটি ন্যূনতম আক্রমণাত্মক থেরাপি যা কিডনির কাছাকাছি স্নায়ুকে লক্ষ্য করে যেগুলো সক্রিয় হয়ে উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে। মেডট্রনিক সম্প্রতি ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফডিএ) সিস্টেমের অনুমোদনের ঘোষণা করেছে। ভারতে, প্রায় ৪ জনের মধ্যে ১ জনের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে। উচ্চ রক্তচাপ কার্ডিওভাসকুলার মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে। এটি হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, হার্ট ফেইলিওর এবং কিডনি ফেইলিওরের ঝুঁকি বাড়ায়। দুর্ভাগ্যবশত, উচ্চ রক্তচাপ প্রায়শই নির্ণয় করা যায় না কারণ এটির কোনও উপসর্গ নেই। উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিম্পলিসিটি স্পাইরাল উচ্চ রক্তচাপ কমাতে কার্যকরী, যা গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমায়। অপারেশনের সময় রোগী ঘুমোলে, ডাক্তার একটি ছোট ছেদ তৈরি করে কিডনির দিকে যাওয়া ধমনীতে একটি পাতলা টিউব (ক্যাথেটার) ঢোকান। তারপর ক্যাথেটার ব্যবহার করে কিডনির সঙ্গে সংযুক্ত স্নায়ুর অত্যধিক কার্যকলাপ কমানো হয়।

মাইকেল ব্ল্যাকওয়েল, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মেডট্রনিক ইন্ডিয়া বলেছেন, "সিমপ্লিসিটি ব্লাড প্রেসার পদ্ধতির মাধ্যমে, আমরা অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ পরিচালনা করে থাকি। ইউএস আরডিএন সিস্টেমের জন্য এফডিএ অনুমোদন দিয়েছে। ইউরোপীয় হাইপারটেনশন সোসাইটির নির্দেশিকাগুলি হাইপারটেনশন রোগে আরডিএন-এর ভূমিকাকে হাইলাইট করে।

আমরা ভারতের রোগীদের এই থেরাপি অফার করতে পেরে আনন্দিত। "এই প্রোগ্রাম বিশ্বব্যাপী ২৫,০০০ এরও বেশি রোগীকে ভালো অভিজ্ঞতা দিয়েছে। উচ্চ বেসলাইন কার্ডিওভাসকুলার ঝুঁকিযুক্ত রোগীদের মধ্যে বা কমরবিডিটিস সহ ৪০০০ জনেরও বেশি রোগীর মধ্যে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এটি অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের মধ্যে রক্তচাপের উল্লেখযোগ্য এবং স্থায়ী হ্রাস প্রদর্শন করে।

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কে বোর্ডের অতিরিক্ত এবং স্বাধীন পরিচালক নিয়োগ

কলকাতা: কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে মি. এলি লীনারস (পুরো নাম: মিঃ কর্নেলিস পেট্রাস অ্যাড্রিয়ানাস জোসেফ লীনার্স)-কে অতিরিক্ত এবং স্বাধীন পরিচালক হিসাবে নিয়োগের ঘোষণা করেছে। ব্যাঙ্কের বোর্ড, ১ জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে আগামী চার বছরের জন্য কার্যকর হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ও বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, কর্পোরেট এবং খুচরা ব্যাঙ্কিং এবং জীবন ও সাধারণ বীমা সহ আর্থিক পরিষেবা খাতে ৩৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এলি লিনারস। ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং-এর ভবিষ্যত এবং ফিনান্স, ইনভেস্টমেন্ট, ব্যাঙ্কিং এবং গ্লোবাল শিল্প প্রবণতার বিশেষজ্ঞ মি. লিনারস-এর জটিল কর্পোরেট পুনর্গঠন, কৌশলগত উদ্যোগ এবং চ্যালেঞ্জিং আর্থিক পরিবেশে ব্যবসা পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। মি. Leenaars ২৪-বছরের কর্মজীবন উপভোগ করেছেন (১৯৯১ সাল থেকে). তিনি আইএনজি গ্রুপ এন.ভি., একটি ডাচ বহুজাতিক ব্যাঙ্কিং এবং আর্থিক পরিষেবা সংস্থা এবং বেশ কয়েকটি সহায়ক সংস্থায় অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা পদে ছিলেন। আইএনজি-এর পর মি. লিনারস জুরিখ ভিত্তিক এপ্রিল ২০১৫ থেকে মে ২০২১ পর্যন্ত সুইস বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক এবং আর্থিক পরিষেবা সংস্থা ইউবিএস গ্রুপ এজি-তে গ্লোবাল ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের গ্রুপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মি. লিনারস বর্তমানে কুইন্টেট প্রাইভেট ব্যাংকের গ্রুপ চিফ অপারেটিং অফিসার হিসাবে কাজ করছেন। এটি একটি মাঝারি আকারের লুক্সেমবার্গ-সদর দপ্তরের ব্যাঙ্ক।

মি. প্রকাশ আপ্তে, নন-এক্সিকিউটিভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট চেয়ারম্যান, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক বলেন, "আর্থিক পরিষেবা খাতে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে লিনারসের অভিজ্ঞতা আমাদের পথ দেখাবে। ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং এবং ফিনান্স, বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং এবং গ্লোবাল শিল্প প্রবণতার ভবিষ্যত সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ, এই আলোচনায় একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসবেন। বোর্ড তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য উন্মুখ।"

কপিরাইট হোল্ডারসদের অধিকার বজায় রাখতে বিশেষ পদক্ষেপ

শিলিগুড়ি: নববর্ষ এবং ক্রিসমাস উদযাপনে, ফোনোগ্রাফিক পারফরম্যান্স লিমিটেড (পিপিএল ইন্ডিয়া) তার ৭০ লাখেরও বেশি গানের বিস্তৃত ক্যাটালগ সুরক্ষিত করতে তৈরি। দিল্লি হাইকোর্ট কপিরাইট লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে একটি সিদ্ধান্ত জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ছাড়াই পিপিএল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কপিরাইটযুক্ত গান বাজাতে নিষেধ করেছে।

পাবলিক পারফরম্যান্সের অধিকারের তত্ত্বাবধানে ৮০ বছর বয়সী পাওয়ার হাউস হিসাবে, পিপিএল ইন্ডিয়া ৪০০+ মিউজিক লেবেল দ্বারা নির্ধারিত গানের বিশেষ অ্যারে পরিচালনা করে, যার মধ্যে টি-সিরিজ, সারেগামা, সনি মিউজিক, ইউনিভার্সাল মিউজিক, ওয়ার্নার মিউজিক, টাইমস মিউজিক, স্পিড রেকর্ড সহ অন্যান্য। দিল্লি হাইকোর্টের রায়গুলি পিপিএল ইন্ডিয়ার জন্য একটি শট হিসাবে কাজ করে, বিশেষত One8 কমিউন (বিরাট কোহলির মালিকানাধীন), টিম হর্টনস, অ্যাপট্রোনিক্স, ইউনিকর্ন, গোলা-এর মতো বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা কপিরাইটযুক্ত সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের আন-অথোরাইসড ব্যবহারকে সম্বোধন করে। একটি আইনি বিকাশে, দিল্লি হাইকোর্ট ডিজে অ্যাসোসিয়েশন চণ্ডীগড়ের মতো অ্যাসোসিয়েশনগুলির দ্বারা শুরু করা প্রচারণার গুরুতর বিবেচনা করেছে। এই প্রচারাভিযানগুলি সাধারণ জনগণকে পিপিএল-এর লাইসেন্স পাওয়ার থেকে বিরত করার চেষ্টা করেছিল যখন এর সঙ্গীত বাজানো হয়েছিল।

কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করার পর, পিপিএল ইন্ডিয়া কপিরাইট হোল্ডারসদের অধিকার বজায় রাখতে এবং নির্মাতাদের জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার জন্য তার সমর্থনের জন্য দিল্লি হাইকোর্টের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের প্যারিস অলিম্পিকে মনোনিবেশের উপদেশ জ্যাকসনের

শিলিগুড়ি: টাটা স্টিল কলকাতা ২৫কে ২০২৩ ইভেন্ট অ্যাম্বাসেডর এবং প্রাক্তন ওয়েলশে ১১০ মিটার হার্ডলসে বিশ্ব রেকর্ড করা কলিন জ্যাকসন ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের আতঙ্কিত না হয়ে প্রস্তুতিতে মনোনিবেশের কথা বলেছেন। তিনি কলকাতা শহরের সাড়া দেখে অভিভূত এবং অংশগ্রহণকারীদের শুভকামনা জানান। কলিনের কথায়, "ভারত সত্যিই বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে ঘুমন্ত দৈত্য। এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এবং সম্প্রতি অলিম্পিকেও ভারত ভাল পারফর্ম করেছে। আমি তরুণদের পরামর্শ দেব যে এই খেলাটি আপনার জন্য, এটি থেকে দূরে সরে যাবেন না, এই খেলা জয়ের চেষ্টা করুন।"

তাঁর পরামর্শ, ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অলিম্পিকের পরিবেশে ভয় না পাওয়া। এটাকে অলিম্পিক ভেবে নিজের ওপর আরো বোঝা চাপিয়ে দেওয়া উচিত না। অলিম্পিককে অন্য যেকোনও প্রতিযোগিতার মতো নেওয়া উচিত। অলিম্পিকে বেশ কয়েকজন শীর্ষ ক্রীড়াবিদ থাকবে। তাই সেরাটা দেওয়া এবং পারফর্ম করা গুরুত্বপূর্ণ।

জ্যাকসন, ১৯৯৩ এবং ১৯৯৯ সালে দুটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা জিতেছিলেন। তিনি মনে করেন, ভারতের টোকিও অলিম্পিকের নায়ক নীরজ চোপড়া প্যারিস অলিম্পিকে তার জ্যাভলিন গোল্ড রক্ষা করবেন টিএসকে-২৫কে-এর সঙ্গে তার যোগসূত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে, স্পিল্টার বলেন, "টিএসকে ২৫কে-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া খুবই গর্বের মুহূর্ত। আমি আশা করি রবিবার একটি দুর্দান্ত প্রতিযোগিতা হবে। আমি দৌড় প্রতিযোগিতার দিনের জন্য অপেক্ষা করছি এবং দৌড়বিদদের জন্য শুভ কামনা জানাই।"

টাটা-২৫কে-তে কোর্স রেকর্ড ভাঙলেন আন্তর্জাতিক তারকা এবেনো

শিলিগুড়ি: ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স এলিট লেবেল রোড রেস, টাটা স্টিল কলকাতা ২৫কে আবারও ইতিহাস তৈরি করেছে। কেনিয়ার ড্যানিয়েল সিমিউ এবেনিও এবং ইথিওপিয়ান সুতুম আসেফা কেবেদে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে কোর্সের রেকর্ড ভেঙেছে। এর আগে, পুরুষ বিভাগে ইভেন্টের রেকর্ডটি কেনিয়ার লিওনার্ড বারসোটনের নামে ছিল। মহিলাদের রেকর্ডটি বাহরাইনের দেশি জিসার নামে ছিল।

ভারতীয় এলিট বিভাগে, সাওয়ান বারওয়াল এবং রেশমা কেভাতে রবিবার যথাক্রমে পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে স্বর্ণ পদক ঘরে তোলার জন্য একটি দুর্দান্ত দৌড়ে সম্মান অর্জন করে। জয়ের সঙ্গে, এবেনো এবং কেবেদে ৭৫০০ ইউএস ডলারের একটি বিজয়ীর চেক এবং এক লক্ষ ইউএস প্রাইজমানি রেসে প্রতিটি তিন হাজার বোনাস নিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় এলিট পুরুষ এবং মহিলা বিজয়ীদের জন্য প্রতিটি দৌড়ে প্রথম তিনজন যথাক্রমে দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা, দুই লক্ষ টাকা এবং দেড় লক্ষ টাকা পুরস্কার পান। এবেনোকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে কেনিয়ার ভিক্টর কিপ্রুতো টগম এবং তৃতীয় স্থানে ইথিওপিয়ার টেসফায়ে ডেমেকে উঠে এসেছেন। আন্তর্জাতিক মহিলা বিভাগে, ইথিওপিয়ার ইয়ালেমজারফ ইয়েহুয়ালা দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন কেনিয়ার বেটি চেপকেমোই কিবেত। এটি ছিল দুই পুরুষ আন্তর্জাতিক দৌড়বিদ এবেনো এবং টগোমের মধ্যে একটি দুর্দান্ত প্রতিযোগিতা। এবেনো অতিক্রম করার পরে বেশিরভাগ খেলায় মাঠে নেতৃত্ব দেন। যদিও, টগম ঠিক পিছনে ছিলেন এবং দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের রৌপ্য-পদক বিজয়ীকে তাকে অতিক্রম করতে দেননি। ১৯ কিলোমিটার দৌড়ে, এবেনো থেকে দূরত্ব প্রসারিত করতে এবং স্টাইলে কোর্স রেকর্ডটি ভেঙে ফেলার জন্য সেখান থেকে গতি বাড়িয়েছিলেন।

টাটা মোটরস-এর নতুন সাফারি এবং হ্যারিয়ার এসইউভি পেল ফাইভ স্টার

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় অটোমোবাইল ব্র্যান্ড, টাটা মোটরস-এর আইকনিক, ফ্ল্যাগশিপ এসইউভি, নতুন সাফারি এবং ট্রেন্ডসেটিং, প্রিমিয়াম এসইউভি দ্য হ্যারিয়ার, ভারতের নতুন গাড়ি মূল্যায়ন কর্মসূচি অনুসারে প্রথম বার ফাইভ-স্টার রেটিং পেয়েছে। এনএসিপি হল ভারতের নিজস্ব এবং স্বাধীন নিরাপত্তা, কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন প্রোটোকল।

শংসাপত্র গ্রহণ করেন মি. শৈলেশ চন্দ্র, তিনি টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লিমিটেড এবং টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেডের এমডি। তাঁর বক্তব্য, "ভারতীয়-এনসিএপি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কারণ এটি গ্রাহকদের নিরাপত্তা মূল্যায়ন করার জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য রেটিং সিস্টেম।"

OMEGARC আর্কিটেকচারে নির্মিত, ল্যান্ড রোভারের বিখ্যাত ডি-এইট প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রাপ্ত, শক্তিশালী সাফারি এবং হ্যারিয়ার এসইউভিগুলো ভারতীয় রাস্তায় চলাচলের জন্য একদম উপযোগী।

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী শ্রী নিতিন গড়করি বলেছেন, "ভারত-এনসিএপি গাড়ির নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখে। ভারত-এনসিএপি যানবাহন রেটিং সিস্টেমটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমি আনন্দিত যে সর্বপ্রথম টাটার যানবাহনগুলিকেই সর্বোচ্চ ফাইভ-স্টার রেটিং দেওয়া হল।"

কাই ইন্ডিয়া'র নতুন ছুরিতে উঠে এসেছে জাপানি কারুকার্য কাবুকি

কলকাতা: জাপানের বিখ্যাত ব্র্যান্ড কাই-এর ভারতীয় সহায়ক সংস্থা, কাই ইন্ডিয়া ১১৫ বছর ধরে প্রিমিয়াম কিচেনওয়ার তৈরিতে নিজেদের পারদর্শীতা দেখিয়ে আসছে। তাদের নতুন নাইফ প্রিন্ট অ্যাড ক্যাম্পেইনে এবার নেতৃত্ব দিচ্ছেন মিঃ রাজেশ ইউ পান্ড্য। তুলে ধরা হয়েছে কাবুকি মাস্ক-এর শিল্পকলা। এই ব্যতিক্রমী প্রচারাভিযানটি জাপানি থিয়েটারের একটি ধ্রুপদী রূপ কাবুকির সারমর্মকে তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দেয়, যা মনোমুগ্ধকর এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ। কাবুকি জাপানি থিয়েটারের একটি ধ্রুপদী রূপ, যা ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের সঙ্গে নাটকের মেলবন্ধনকে বোঝায়। কাবুকি থিয়েটার তার নিজস্ব ভঙ্গি, উজ্জ্বল ও সুসজ্জিত পোশাক এবং শিল্পীদের কুমাডোরি মেক-আপের জন্য পরিচিত। কাই ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ রাজেশ ইউ পান্ড্য, ইচিকাওয়া দাঞ্জুরো XIII (জাপানি কাবুকি-এর অভিনেতা/প্রযোজক)-এর পরম অনুরাগী। তিনি এই উদ্ভাবনী প্রচারাভিযানের বিষয়ে বলেন, "কাবুকির সূক্ষ্ম শৈল্পিক ভাব এবং ঐতিহ্যের উপস্থাপন প্রতিটি কাই ছুরিতে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি এই অনন্য ক্যাম্পেইনের অংশ হতে পেরে রোমাঞ্চিত। ব্র্যান্ডের জন্য এটি আমার দ্বিতীয় ক্যাম্পেইন।" কাই ইন্ডিয়া বিশ্বব্যাপী ৩.১৫ কোটিরও বেশি ছুরি বিক্রি করেছে। এটি শুধুমাত্র জাপানি সংস্কৃতিকেই তুলে ধরেনা বরং ব্র্যান্ডের গুণমান এবং জিনিসের কারুকার্য ব্র্যান্ডের পরিচিতিও তৈরি করেছে। কাই

ইন্ডিয়ার হেড অফ মার্কেটিং মিঃ হিতেশ সিংলা বলেছেন, "কাই ইন্ডিয়াতে, আমরা সবসময়ই শিল্প এবং কারুকার্যকে প্রাধান্য দিতে উৎসাহী।" ১৯০৮ সালে সেকিতে প্রতিষ্ঠিত, কাই গ্রুপের পণ্যগুলি জাপানে কাল্টের মর্যাদা পেয়েছে। জাপান-ভিত্তিক কাই গ্রুপ রাজস্থানের নিমরানায় ৩০,০০০ বর্গ মিটারের বেশি বিস্তৃত একটি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট স্থাপন করেছে।

ভি এবং গেমলফটের নতুন পদক্ষেপ

শিলিগুড়ি: টেলিকম অপারেটর ভি, তার অ্যাপে ভি গেমসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের জন্য অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, স্পোর্টস, রেসিং সহ বিভিন্ন জেনার জুড়ে হাইপার ক্যাজুয়াল গেমের বিস্তৃত রেঞ্জ অফার করতে বিশ্বব্যাপী খ্যাতিমান মোবাইল ভিডিও গেম ডেভেলপার, গেমলফটের সাথে পার্টনারশিপ করেছে। এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে, গ্রাহকরা গেমলফটের অরিজিনাল এবং অন্যান্য গেমের শিরোনাম যেমন ডেঞ্জার ড্যাশ, ব্লক ব্রেকার আনলিমিটেড, লুডি বাবলস, অ্যাসফল্ট রেট্রো সহ বিভিন্ন গেম খরচ ছাড়াই অ্যাক্সেস করতে পারবেন। ভি অ্যাপের ভি গেমস বিভাগে নেভিগেট করে এবং ফান গেমস বিভাগে ডাইভিং করে ভি গ্রাহকরা সহজেই এই গেমিং বোনানজা এক্সপ্লোর করতে পারবে। গেমলফ্টের সাথে ভি-এর পার্টনারশিপ মোবাইল গেমারদের সেরা গেমিং বিকল্প এবং অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। গ্রাহকদের বর্তমান অফার কোন খরচ নেই, ভি প্ল্যানরা ভবিষ্যতে গেমলফটের টুর্নামেন্টের নেতৃত্বে অ্যারেনা নামে একটি সাবস্ক্রিপশন **ভিত্তিক পরিষেবা চালু করবে।**

সেন্ট্রাম-এর প্রোটিন পাউডারের নতুন প্রচারাভিযান

শিলিগুড়ি: সেন্ট্রাম বিশ্বের নম্বর ওয়ান মাল্টিভিটামিন ব্র্যান্ড, ভারতে মাল্টিভিটামিন ও প্রোটিন পাউডারের নতুন রেঞ্জ চালু করার জন্য অভিনেত্রী এবং উদ্যোক্তা কাজল আগরওয়ালকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৮ জন ভারতীয় মাল্টিভিটামিনের ঘাটতি হতে পারে। কাজলের সাথে সেন্ট্রামের প্রচারাভিযানে একটি সুষম খাদ্যের গুরুত্ব প্রচার করে এবং পুষ্টির শূন্যতা পূরণের জন্য খাদ্যের সাথে মাল্টিভিটামিন যুক্ত করে। এটি সেন্ট্রামের সহায়তায় কাজলের একাধিক ভূমিকার বিশেষ ব্যবস্থাপনাকে তুলে ধরে। এই নতুন অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, অনুরিতা চোপড়া, হেড অফ মার্কেটিং, ইন্ডিয়া সাবকন্টিনেন্ট, হ্যালিওন বলেছেন, "আমরা আশা করি যে শুধুমাত্র ভারতীয়দের মাল্টিভিটামিনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানাবে না বরং আচরণগত পরিবর্তন আনবে যা ভারতীয়দের ভিতর সুস্থ থাকতে এবং বাইরে উজ্জ্বল হতে সাহায্য করবে।" সহযোগিতার বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করে কাজল জানিয়েছেন, "আমি এই নতুন মাল্টিভিটামিন প্রোটিন পাউডারের নতুন রেঞ্জের জন্য সেন্ট্রাম-এর মতো বিশ্বস্ত ব্র্যান্ডের সাথে যুক্ত হতে পেরে ভীষণ আনন্দিত। আমি আশা করি ভারতীয় মহিলাদের ভিতরে তাদের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিতে **অনুপ্রাণিত করব, যাতে তারা বাইরে তাদের সেরা আভা দিয়ে জ্বলতে পারে।"**

ইন্সুরেন্স প্রোডাক্টস ডিস্ট্রিবিউশনের লক্ষ্যে নতুন পদক্ষেপ

কলকাতা: আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক ছোট আর্থিক ব্যাঙ্ক, জীবন বীমা প্রোডাক্ট বিতরণের জন্য একটি ব্যাঙ্কাসুরেন্স পার্টনারশিপে প্রবেশ করেছে।

পার্টনারশিপের অধীনে, উজ্জীবন এসএফবি, আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফের কাস্টমার-ফ্রেন্ডলি সুরক্ষা, লং-টার্ম সেভিংস এবং রিটায়ারমেন্ট প্রোডাক্টস ২৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ৭০০+ শাখার বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহকদের অফার করবে। সুরক্ষা প্রোডাক্টগুলি প্রাথমিক উপার্জনকারীর ক্ষতির ক্ষেত্রে আয় রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে কাজ করতে পারে। লং-টার্ম সেভিংস প্রোডাক্ট গ্রাহকদের সেভিংস পুল তৈরি করতে আর্থিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। পিওর প্রটেকশন প্ল্যাটফর্মে, আইসিআইসিআই প্রু আইপ্রোটেক্ট স্মার্ট এবং আইসিআইসিআই প্রু আইপ্রোটেক্ট রিটার্ন অফ প্রিমিয়াম পাওয়া যাবে, যেখানে গ্রাহকরা সুবিধাজনকভাবে আইসিআইসিআই প্রু গিফট প্রো, আইসিআইসিআই প্রু গোল্ড এবং আইসিআইসিআই প্রু সিগনেচার ক্রয় করতে পারবেন।

ইত্তিরা ডেভিস, এমডি এবং সিইও, উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক, জানিয়েছেন, "আমাদের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক, আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফের বিশেষ সমাধানগুলির সাথে মিলিত হয়ে বীমা পরিষেবাগুলির চাহিদার ব্যবধান পূরণ করতে সাহায্য করবে এবং আমাদের গ্রাহকদের জন্য বীমা সমাধানগুলি অফার করার ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।"

প্রাক্তন পরিষেবা কর্মীদের সহায়তায় নতুন পদক্ষেপ

শিলিগুড়ি: অ্যামাজন ইন্ডিয়া মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সের অধীনে ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড-এর সাথে একটি মৌ স্বাক্ষর করেছে। এই মৌ-টি কর্মক্ষেত্রের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানি জুড়ে প্রাক্তন পরিষেবা কর্মীদের কাজের সুযোগ প্রদান করবে। অ্যামাজন ইন্ডিয়াতে ডাইভারসিটি, ইকুইটি এন্ড ইনক্লুশন অন্তর্ভুক্তির উপর ফোকাস করা হয়েছে। কোম্পানী এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলে যা বৃদ্ধির জন্য উপযোগী এবং মানুষের লক্ষ্যকে পূরণ করার সমান সুযোগ প্রদান করে। নারী, LGBTQIA+, মিলিটারি ভেটেরান্স এবং বিভিন্ন পটভূমি, জনসংখ্যা, এবং সামাজিক স্তরে অন্যান্যদের মধ্যে তাদের প্রসারিত করতে সক্ষম করার জন্য বহু উদ্যোগ চালু করেছে। আগস্ট ২০১৯-এ, অ্যামাজন ইন্ডিয়া একটি মিলিটারি ভেটেরান্স এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম চালু করেছে, যাতে সারা ভারত জুড়ে কোম্পানির নেটওয়ার্ক জুড়ে মিলিটারি ভেটেরান্স এবং তাদের স্ত্রীদের জন্য বহু সুযোগ তৈরি করেছে। এটি আর্মি ওয়েলফেয়ার প্লেসমেন্ট অর্গানাইজেশন-এর সাথে পার্টনারশিপ করা হয়েছিল। অ্যামাজন ইন্ডিয়া ডিরেক্টরেট জেনারেল রিসেটলমেন্ট-এর সাথে তার মৌ স্বাক্ষরটি ভারতে তার ক্রমবর্ধমান অপারেশন নেটওয়ার্ক জুড়ে প্রাক্তন-সেবা কর্মীদের কাজের সুযোগ প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দীপ্তি ভার্মা, ভিপি, পিপল এক্সপেরিয়েন্স টেকনোলজি, অ্যামাজন ইন্ডিয়া, জাপান এবং ইমার্জিং মার্কেটস, জানিয়েছেন, "এই মৌ স্বাক্ষরের মাধ্যমে, আমরা ভারতীয় কোস্ট গার্ডের বাহিনীর সাথে কাজ করতে পেরে আমাদের প্রবীণ সৈনিক এবং তাদের পরিবারের জন্য কাজের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করতে আগ্রহী। আমরা মিলিটারি ভেটেরান্স অভিজ্ঞতার সম্পদকে কাজে লাগাতে থাকব, যারা অ্যামাজনের একটি অতুলনীয় সংযোজন।"

শীতের মরশুমকে প্রানবন্ত করে তুলতে সোচ-এর রেড ডট সেল

শিলিগুড়ি/কলকাতা: সোচ-এর রেড ডট সেল নিয়ে এসেছে এথেনিক পোশাকের বিস্তৃত নির্বাচনের ওপর ৫০% অফার। ৭ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই রেড ডট সেল থেকে, শাড়ি, সালোয়ার স্যুট, কুর্তা, কুর্তা সেট, পোশাক সামগ্রী, টিউনিক এবং কাফতান সহ আপনার পছন্দের পোশাকগুলি বেঁছে নিতে তৈরি হন। সোচ, ভারতের মহিলাদের এথেনিক পোশাকের ব্র্যান্ড। এই দ্বি-বার্ষিক সেল ঘোষণা করে তাদের লক্ষ লক্ষ গ্রাহকদেরকে এথেনিক পোশাকের বিশেষ ডিল উপভোগ করার সুযোগ প্রদান করেছে। এটি বিয়ের শাড়ি থেকে শুরু করে যেকোনো এথেনিক পোশাক বা শীতকালীন পোশাকে গ্ল্যামার যোগ করতে ট্রেন্ডি কুর্তাই হোক না কেন, প্রতিটি বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি করা ইউনিক পোশাকের কালেকশন অফার করে। এই ব্র্যান্ডটি বিশেষ ডিজাইন এবং লাইটওয়েট পোশাকের সাথে, উৎসবে রঙের প্যালেটের সাথে এথেনিক এবং সমসাময়িক স্টাইলের নিখুঁত মিশ্রণ তৈরি করে যা ঋতুর বিশেষত্বকে পুরোপুরি ক্যাপচার করে। এই এক্সক্লুসিভ সেল শুধুমাত্র কেনাকাটার অভিজ্ঞতা নয় বরং স্টাইলের সেলিব্রেশনের বিস্তৃত কালেকশনে ৫০% শতাংশ ছাড়ের সুবিধা প্রদান করে। রেড ডট সেল ৭৪৯টাকার পর থেকে অনেকগুলি বিকল্প তৈরি করে। এই অফারগুলির সাথে সময়মত আপডেট পেতে, সোচ-এর Instagram, Facebook, Youtube, এবং Pinterest-এ ফলো করুন। এছাড়া বিস্তারিত তথ্য এবং কেনাকাটার জন্য, আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট soch.com ফলো করুন।

ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেডের সিইও অক্ষয় মুন্দ্রার জানিয়েছেন, "পার্লামেন্টে পেশ করা টেলিকমিউনিকেশন বিল, ২০২৩ টেলিকম রিফর্ম প্রক্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে এবং ভারতীয় টেলিকমকে উন্নত ভবিষ্যত কাঠামো প্রদানে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে এবং নতুন ভারতের বৃদ্ধির আকাঙ্খা অর্জনে সহায়তা করে। বিলটিতে বেশ কিছু প্রভিশনস রয়েছে যা আমাদের সকল নাগরিকের কাছে ডিজিটাল সংযোগের সুবিধা পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। আমরা জরিমানা যৌক্তিককরণ এবং লিগাল এনফোর্সএবিলিটি প্রয়োগযোগ্যতাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই, শিল্পের দীর্ঘস্থায়ী অনুরোধ। টেলিকম নেটওয়ার্কগুলির নিরাপত্তা, এবং বিল টেলিকমকে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং যারা এটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদের জন্য শাস্তিমূলক পরিণতি নির্ধারণ করে। ব্যবহারকারীদের কর্তব্য তুলে ধরে বিলটি জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য গ্রাহকদের সমান দায়িত্ব দেয়।"

স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন উদ্বোধন

কলকাতা: দ্য স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন ২০২৩, ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয় এবং মনিপাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি মনিপাল-এ ইনস্টিটিউশনস ইনোভেশন কাউন্সিল দ্বারা আয়োজিত, একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানটি এমএএইচই-এর ভাইস চ্যান্সেলর লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডঃ এমডি ভেঙ্কটেশের উপস্থিতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, যিনি একটি অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ দেন। তার বক্তৃতার সময়, লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডঃ এমডি ভেঙ্কটেশ ৭৫ বছর আগে ডঃ টিএমএ পাই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের উপর জোর দেন। পূর্ববর্তী দক্ষিণ কানারা অঞ্চল, যেখানে এই প্রতিষ্ঠানগুলি অবস্থিত, সেখানে উচ্চ-মানের স্বাস্থ্যসেবা, কম শিশুমৃত্যুর হার, মাতৃমৃত্যুর হার এবং উচ্চ সাক্ষরতার হারের সাথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখেছে, যা জাতির জন্য একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডঃ ভেঙ্কটেশও প্রধানমন্ত্রীর কথার জানিয়েছেন, তিনি সারা দেশ থেকে এমআইটি-তে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন ২০২৩ আয়ুষ বিভাগ, গুজরাট সরকার এবং কেরালা সরকার দ্বারা প্রদত্ত সমস্যার উদ্ভাবনী সমাধান খোঁজার উপর ফোকাস করবে। তামিলনাড়ু এবং গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্যের মোট ২২ টি দল পাঁচ দিনের হ্যাকাথনের জন্য এমআইটিতে একত্রিত হয়েছে।

টাটা মোটরস ইভি ক্রয়ে মহিলাদের ভূমিকা

কলকাতা: ভারতে বৈদ্যুতিক গাড়ির গ্রহণযোগ্যতা নারী ক্রেতাদের মধ্যে ইভির পছন্দের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে যা অটোমোটিভ ল্যান্ডস্কেপে উন্নতিশীল পরিবর্তন। TATA.ev (টাটা মোটরস) বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) বিভাগে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, উদ্ভাবনী অগ্রগতির মাধ্যমে ব্যাপক গ্রহণের মাধ্যমে এবং টেকসই মোবিলিটির প্রতিশ্রুতি দিয়ে। FY23-এ, কোম্পানি ৪৮,০০০-এর বেশি ইভি বিক্রি করেছে, এবং তারা ইতিমধ্যে FY24-এর H1-এ ৩৭,০০০-এর বেশি ইভি বিক্রি করেছে। এই পরিসংখ্যানগুলি ইভিগুলির বিশেষ চাহিদা নির্দেশ করে কারণ বাজার পরিপক্ক হতে চলেছে এবং গ্রহণের বাধাগুলি হ্রাস পাচ্ছে। বিভিন্ন ফিচারযুক্ত TATA.ev-এর সাম্প্রতিক ডেটা, বিশ্লেষণ এবং গ্রাহকের প্রতিক্রিয়াগুলি অটোমোটিভ শিল্পের ল্যান্ডস্কেপ পুনর্নির্মাণকারী বিভিন্ন কারণের দ্বারা চালিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য। Tiago.ev ক্রেতাদের প্রায় ২২% নারী, যা ৪-হুইলারের জন্য শিল্প গড় দ্বিগুণ।

ইভি বিক্রয়ে সর্বোচ্চ অনুপ্রবেশ সহ শীর্ষ তিনটি অঞ্চল হল: কেরালা: ইভি বিক্রয়ে ওভারঅল ৩৫%, গোয়া: ইভি বাজারে ২৬% এর উল্লেখযোগ্য অবদানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা, এবং চণ্ডীগড়: ইভি বিক্রিতে ২১% এর তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।

ইনসেক্ট কন্ট্রোল টেকনোলজিতে এফএমসি-এর ভূমিকা

দুর্গাপুর: এফএমসি ইন্ডিয়া, কৃষি বিজ্ঞান কোম্পানি, এবং এর ইন্ডাস্ট্রি-লিডিং ইনসেক্ট কন্ট্রোল টেকনোলজি Rynaxypyr ব্র্যান্ডস কনক্লেভ ২০২৩-এ অন্যতম সেরা ব্র্যান্ডের কৃষি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। ভারতের শীর্ষস্থানীয় মিডিয়া গ্রুপ দ্য টাইম গ্রুপের অংশ, দ্য ইকোনমিক টাইমস এজ দ্বারা আয়োজিত এই স্বীকৃতি ভারতের কৃষি শিল্পে এফএমসি-এর Rynaxypyr বিশেষ প্রভাবের প্রমাণ।

Rynaxypyr এক্টিভ কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ আর্মিওয়ার্ম, লুপার, সিলভারলিফ হোয়াইটফ্লাই নিম্ফ, লিফমাইনার লার্ভা সহ বিভিন্ন পোকামাক নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে। এটি ভারতের দুটি প্রধান শস্য সুরক্ষা প্রোডাক্ট ব্র্যান্ড, Coragen কীটনাশক এবং Ferterra কীটনাশকের পিছনে চালিকা শক্তি। এই ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ডগুলির মাধ্যমে, Rynaxypyr এক্টিভ দেশের ১৬টি প্রধান ফসল জুড়ে উচ্চতর শস্য সুরক্ষা প্রদান করে। এটি কৃষকদের বিশেষ কার্যকারিতার সাথে পরিবেশন করেছে এবং ভারতের লক্ষ লক্ষ কৃষকদের জন্য সবচেয়ে বিশ্বস্ত পছন্দ হিসাবে রয়েছে।

এফএমসি ইন্ডিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার প্রেসিডেন্ট রবি আনাভারপু জানিয়েছেন, "আমরা কৃষকদের সাথে পার্টনারশিপ এবং উন্নত, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত, এবং শস্য সমাধানের সাথে সজ্জিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাদের উৎপাদনশীলতা এবং লাভজনক তা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছি।"

টেক বিজনেসের উন্নতিকল্পে ভিভান্তার প্রচেষ্টা

কলকাতা: আহমেদাবাদ-ভিত্তিক ভিভান্তা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (BSE – 541735) – প্রকল্পগুলির কনসেপচুয়ালাইজেশন থেকে ইমপ্লিমেন্টেশন পর্যন্ত কনসালটেন্সি এবং টার্নকি সলিউশন দেয়। যার লক্ষ্য হল নেক্সট-জেনার টেক ব্যবসার উপর ফোকাস রেখে কাজ করা। কোম্পানি ড্রোন, তথ্যপ্রযুক্তি, এআই এবং রোবোটিক্স, বৈদ্যুতিন যানবাহনের চার্জিং স্টেশন সহ নতুন ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিচ্ছে। কোম্পানি ইতিমধ্যেই ড্রোন এবং ইভি ব্যবসায় কাজ শুরু করেছে এবং আগামী সময়ে এটিকে আরও বড় করার লক্ষ্য রয়েছে।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, কোম্পানি ভিভান্তা ড্রোন রিসার্চ সেন্টার তানজানিয়া লিমিটেড-এর সঙ্গে ইন-প্রিন্সিপাল মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং (MOU) করেছে। ভিভান্তা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড VDRCTL-এর ৫০% অংশীদারি অধিগ্রহণ করবে এবং ড্রোনের R&D-এর জন্য লাইন বসাবে। কোম্পানি আফ্রিকা থেকে একটি বড় ব্যবসার সুযোগ আশা করে। এপ্রিল ২০২৩-এ, কোম্পানি ইভি চার্জিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট স্থাপনের জন্য ইলেকট্রিক ভেহিকেল অর্গানাইজেশনাল সেন্টার নর্থ আমেরিকা কর্পোরেশন (EVOCNA) থেকে ইউএসডি ৫ ৫ মিলিয়নের ওয়ার্ক অর্ডার পেয়েছে।

১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত কোম্পানির সাধারণ সভায়, কোম্পানির সদস্যরা মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের অবজেক্ট ক্লজের সংশোধনী অনুমোদন করেছিল যা কোম্পানিকে কৃষি ও পশুখাদ্য, শিল্প অটোমেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিক্স সিস্টেম এবং ড্রোন, বৈদ্যুতিক যানবাহনের চার্জিং স্টেশন সহ একাধিক ব্যবসায় উদ্যোগী হওয়ার অনুমতি দেয়। গুজরাট রাজ্যে বায়োগ্যাস প্রকল্প এবং শিল্প পার্ক স্থাপনের জন্য ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে কোম্পানি টার্নকি চুক্তি করে। কোম্পানিটি অদূর ভবিষ্যতে সবরকাথা জেলায় বায়োগ্যাস প্রকল্প চালু করবে এবং ৪০ মেট্রিক টন ক্ষমতার বনাসকান্তা এবং উত্তর গুজরাটে বায়োগ্যাস প্রকল্পে কাজ শুরু করবে বলে আশা করছে এসব প্রকল্পের মোট ব্যয় হবে ১২ কোটি টাকা।

কোচবিহারে ১০০ জন প্রতিযোগীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো দাবা প্রতিযোগিতা

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: কোচবিহার জেলা পরিষদের উদ্যোগে ১০০ জন প্রতিযোগীকে নিয়ে স্বচ্ছ ভারত মিশন কাপ দাবা খেলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। রবিবার সকালে কোচবিহার জেলা নিয়ে দাবা খেলার আয়োজন করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা করেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত, কোচবিহারের ডিআইসিও অঙ্গিরা দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। সাগরদিঘি সংলগ্ন অতিথি নিবাসের হল ঘরে এই দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে সামনে রেখে যেমন এই খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে তেমনি দাবা খেলার প্রসার ও খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়ে তাই অন্যান্য অনেক খেলার মধ্যে

দাবাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এইদিন প্রতিযোগী ছেলেমেয়েরা দাবা প্রতিযোগিতায় দাবা খেলার সুযোগ পেয়ে খুশি প্রকাশ করে এবং দাবার প্রতি তাদের আগ্রহ প্রকাশ করে। অধ্যাপক মৃদুল ঘোষ জানান, কোচবিহার জেলা পরিষদ এই দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে তা খুবই প্রশংসনীয়। অন্যান্য খেলার পাশাপাশি দাবা খেলাও সকলের জন্য খুব দরকার। যেভাবে আজকালকার ছেলে-মেয়েদের মোবাইল আসক্তি বাড়ছে এবং একাগ্রতা কমে যাচ্ছে তা খুব চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দাবার মতো খেলা যত ছেলে-মেয়েরা খেলবে তাদের চিন্তাশক্তি ততই বাড়বে ও পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে সুবিধে হবে। অত্যন্ত এই প্রয়োজনীয় খেলাকে আরো প্রচার ও প্রসারের মধ্যে আনা উচিত।

অল্টো ও ট্রাকের মুখোমুখী সংঘর্ষে গুরুতর আহত ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের দুর্ঘটনা শিমুলতলায়। অল্টো ও ট্রাকের মুখোমুখী সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন ৪ জন। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা-কোচবিহার সড়কে শিমুলতলা এলাকায়। ওই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এলাকায়। ওই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দিনহাটা থানার পুলিশ। পরে আহতদের উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জানা গেছে, কোচবিহার থেকে একটি অল্টো গাড়িতে করে ৪ জন দিনহাটার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দিনহাটা থেকে একটি ট্রাক কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় শিমুলতলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় ওই অল্টো গাড়িটি দ্রুত গতিতে গিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে অল্টো গাড়িটি দুমড়ে মুছড়ে যায়। পরে আহতদের উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহত ওই চার ব্যক্তির নাম সুপ্রিয় রায়, বাড়ি দিনহাটা পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ড। সৌরদ্বীপ চাকি বাড়ি দিনহাটা কলেজহল্টে, আর্য সাহা চৌধুরী, তার বাড়ি আলিপুরদুয়ারের কামাক্ষাগুড়ি ও সৌরশিস নন্দীর বাড়ি কোচবিহার ঘোষপাড়া এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান অতি দ্রুত গতিতে অল্টো গাড়িটি শিমুলতলা এলাকায় এসে ওই ট্রাকটিকে ধাক্কা মারে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দিনহাটা থানার পুলিশ।

দিল্লি ফেরত ফারাক্কা এক্সপ্রেস থেকে পাঁচটি কচ্ছপ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: দিল্লি ফেরত ফারাক্কা এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার পাঁচটি কচ্ছপ। পাচার হওয়া কচ্ছপগুলি উদ্ধার করল আরপিএফ। ঘটনায় দুজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে আরপিএফ, আরপিএফ সূত্রে জানা গেছে ধৃত দুই মহিলা নাম মিনা দেবী ও লাখ দেবী ধৃত দুজন মহিলা ভাগলপুরের বাসিন্দা। ধৃতরা সম্পর্কে দুই বোন। আরপিএফ সূত্রে জানা গেছে সাহেবগঞ্জ থেকে কচ্ছপগুলি ট্রেনে তোলা হয়েছিল। কচ্ছপগুলিকে উদ্ধার করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রাথমিক অনুমান ধৃত দুই মহিলা কচ্ছপ পাচারচক্রের ক্যারিয়ারের কাজ করছিলেন। আরপিএফ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছে টাকার বিনিময়ে তারা এই কাজ করছিল, তবে তারা কোথা থেকে এই কচ্ছপগুলো পেয়েছিল এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল সে সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানা গেছে আরপিএফ সূত্রে।

শুরু হল আন্তজেলা অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহারে শুরু হল আন্তজেলা অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সোমবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে এই আন্তজেলা অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সিএবি পরিচালিত এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ব্যবস্থাপনা করেছে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা। তিনটি দল এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছে বলে জানান কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দত্ত। অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টটি ৪৫ ওভারের খেলা বলেও জানান তিনি। যে তিনটি দল অংশগ্রহণ করেছে তারা হল বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও শিলিগুড়ি এই তিনটি দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছে। উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ।

সাগরদিঘি চত্বরে কেক কেটে খ্রিস্টমাস উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সাগরদিঘি চত্বরে কেক কেটে খ্রিস্টমাস উদযাপন করলেন প্রাতঃ ভ্রমণকারীরা। সকাল সকাল বহু মানুষের সাগরদিঘি চত্বর হয়ে ওঠে এক মিলনক্ষেত্র। সকালে হাঁটতে হাঁটতে সম্পর্কের বাঁধন যেন আরো দৃঢ় হয়েছে তাই ছোট করে হলেও খ্রিস্টমাস উদযাপনে কোন খামতি থাকলো না। প্রাতঃক্রমণকারী মহিলাদের একটি দল এদিন কেক কেটে ক্রিসমাস উদযাপন করলেন তারা বলেন আমরা প্রত্যেকটি উৎসব নিজেদের মতো করে পালন করি সকালবেলা এখানে দলবেঁধে হাঁটি নিজেদের কথা বলি, জীবনকে আরো ভালোভাবে বাঁচতে শিখি তাই অনাবিল আনন্দ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। সকলকে তারা মেরি খ্রিস্টমাসের শুভেচ্ছা জানান।

গোসানিমারি-কোদালধোয়া পর্যন্ত রাস্তার উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীকে মান্যতা দিয়ে সাড়ে সাত কোটি টাকা ব্যয়ে দিনহাটা-১ নং ব্লকের গোসানিমারির মালীরহাট থেকে কোদালধোয়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৬ কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। মন্ত্রী উদয়ন গুহ ছাড়াও এদিন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিতাই বিধানসভার বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়া, দিনহাটা-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ছাড়াও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। এদিন উদ্বোধনী

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান, এই রাস্তা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দকৃত এটি কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যে সবথেকে ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘ রাস্তা। মন্ত্রী আরো বলেন, এই রাস্তার কাজ সম্পন্ন হলে গোসানিমারির সংলগ্ন এলাকাগুলি থেকে কোচবিহার শহরে ঢোকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত হবে এবং এলাকার মানুষজন দ্রুত পরিষেবা পাবে।

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে আবর্জনার স্তূপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে জমা হয়ে রয়েছে রাশি রাশি আবর্জনার স্তূপ। জমাকৃত আবর্জনার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছেন দূরদূরান্ত থেকে ডাক্তার দেখাতে আসা রোগীরা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা। হাসপাতালে রোগী দেখাতে এসে এমন আবর্জনার স্তূপের সম্মুখীন হয়ে ক্ষোভ বাড়ছে রোগী এবং তাদের পরিজনদের মধ্যে। জমাকৃত আবর্জনা থেকে নতুন করে রোগ জীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কায়ও ভুগছেন তারা। এই বিষয়ে বুধবার দুপুরে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মন্ডল জানান, হাসপাতাল থেকে যে সমস্ত ডোমেস্টিক আবর্জনা বের হয় সেগুলি পৌরসভার সংগ্রহ করে তাদের যথাস্থানে ডাম্পিং করার কথা। কিন্তু পৌরসভা সঠিক সময়ে সেগুলি নিয়ে না যাওয়ায় এখানে আবর্জনাগুলি স্তূপ আকারে পড়ে রয়েছে। যদিও এ বিষয়ে দিনহাটা পৌরসভার

চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মহেশ্বরী জানান, পৌরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সমস্যার কারণে তারা সেই আবর্জনাগুলি প্রতিদিন সেখান থেকে এই মুহূর্তে সংগ্রহ করতে পারছে না। তার পরিবর্তে তারা সপ্তাহে বা ১০ দিনে একদিন করে সেখান থেকে আবর্জনাগুলি সংগ্রহ করছে আর তার ফলেই জমা হচ্ছে এই আবর্জনা।

লুপ্তপ্রায় শকুন উদ্ধার হল কোচবিহার জেলার সুকটাবাড়ি এলাকায়

নিজস্ব সংবাদদাতা,কোচবিহার: মঙ্গলবার একটি লুপ্তপ্রায় শকুন উদ্ধার হল কোচবিহার জেলার সুকটাবাড়ি এলাকায়। এদিন সুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কলাবাড়িঘাট গ্রামে বাচ্চারা মাঠে খেলতে গিয়ে একটি অসুস্থ শকুন দেখতে পায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন দুপুরে নদীর কাছে ওই শকুনটি অসুস্থ অবস্থায় পরে থাকতে দেখেন বেশ কয়েকজন বাচ্চা। তারপর শকুন দেখতে পাওয়ার খবর শুনে এলাকার কাওসার আলম ব্যাপারী নামে এক বাসিন্দা সেখানে গিয়ে শকুনটিকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে বন দফতরে খবর দেন। খবর জানাজানি হতেই লুপ্তপ্রায় শকুনকে দেখতে ভিড় জমান গোটা এলাকার মানুষ। অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকে শোনা যায় স্বচক্ষে এত কাছে থেকে জীবনে প্রথম তারা শকুন দেখলেন। পরে বন দফতরের কর্মীরা এসে শকুনটিকে নিয়ে যায়। এদিন বন দপ্তরের এডিএফও বিজনকুমার নাথ জানান, শকুনটিকে নিরাপদে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ারের রাজাভাতখাওয়া শকুন প্রজননকেন্দ্রে পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96